দণ্ডবিধির নোটসমূহ

এবং প্রথম অনলাইন পরীক্ষা সংক্রান্ত

১ এপ্রিলে অনলাইন পরীক্ষা [দণ্ডবিধি]!

অনলাইন লাইভ ক্লাস এবং জ্যুসি ল এর শিক্ষার্থীদের জন্য দণ্ডবিধির নোটের পিডিএফটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে রাখা হলো। অবশ্য এখানে আরো কম গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্ন নেই, সেগুলো বইটি প্রকাশিত হলে সেখানে থাকবে। এই নোটটি আপনারা প্রিন্ট করে নিতে পারেন। তবে, মনে রাখবেন এটিতে লেখকের স্বত্ব রয়েছে। ফলে, এটির কোনোরকম হুবহু ব্যবহার, বিশেষত কোনো প্রকাশিতব্য বইয়ে ব্যবহার, আইনত দণ্ডনীয় হবে।

আপনাদের প্রথম পরীক্ষাটি ১ এপ্রিলে, বুধবার, সন্ধ্যা ৭ টায় অনুষ্ঠিত হয়ে সাড়ে ৮ টায় শেষ হবে। পরীক্ষার ১০ মিনিট আগেই অনলাইনে প্রশ্ন দেওয়া হবে। তার ভেতরে থেকে যেকোনো দুইটি প্রশ্ন লিখতে হবে। বাসায় বসেই যেকোনো ধরনের খাতাতেই আপনি লিখে সেটার ছবি তুলে পিডিএফ করে আমাদের কাছে পাঠালে আমরা সেটা জজগণদের দিয়ে দেখিয়ে নেবো এবং মূল্যায়ন দেবো। কীভাবে পিডিএফ পাঠাতে হবে সে বিষয়ে একটি ভিডিও নির্দেশনা খুব শীঘ্রই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে অথবা ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হবে। আর যারা, ফেসবুক লাইভ ক্লাসে ভর্তি হয়েছেন অথবা জ্যুসি ল অনলাইনে ভর্তি হয়ে আছেন তারাতো অবশ্যই মেসেজ নোটিফিকেশন পাবেন।

করোনাভাইরাস প্রসঙ্গ

করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত সারা দুনিয়া। এমতাবস্থায় মানুষের জীবনশংকাতো আছেই, পাশাপাশি কর্মহীন অবস্থাও চারিপাশে যেভাবে বাড়ছে তা সংকটকে কোথায় নিয়ে যাবে আমরা কেউ জানিনা।

বার কাউন্সিলের আসন্ন লিখিত পরীক্ষাও হয়তো খানিকটা দেরিতেই অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু, আমার লেখা প্রতিশ্রুত বইটি বর্তমানে লকড ডাউন অবস্থায় প্রকাশিত করবার আশু উপায় না থাকলেও অনলাইনের মাধ্যমে পড়াশোনাটি চলতে থাকবে বা জারি রেখেছি, বিশেষত যারা পড়াশোনাটি চালিয়ে যাবার মতো পরিস্থিতিতে আছেন তাদের জন্য। অনেকেই হয়তো খুবই খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। সেজন্য আমরা সমব্যথী।

অনলাইন লাইভ ক্লাস

তো, যাইহোক, আমরা অনলাইনে গত ২৭ ও ২৮ তারিখে ফেসবুকের ক্লোজড গ্রুপের মাধ্যমে লাইভ ক্লাস নিলাম এবং সেখানে আমি কমবেশি অপ্রস্তুত অবস্থায় ক্লাস নিলেও শিক্ষার্থীগণ বেশিরভাগই উপকৃত হয়েছেন – এটাই ভালোলাগার সবচেয়ে বড় জায়গা। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের ক্লাসগুলো চলতে থাকবে। প্রতি শুক্র ও শনিবার করে করে। এছাড়া, প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা তো থাকছেই।

ভর্তিতথ্য

যারা এই নোটটি দেখতে এসে আমাদের সম্পর্কে জানলেন, তারা জেনে রাখুন যে, করোনাভাইরাসের কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের আইনকানুন একাডেমির ফার্মগেট শাখার কার্যক্রম স্থগিত না রেখে অনলাইন পাঠদানের পাশাপাশি ফেসবুকে একটি লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে পাঠদান অব্যাহত রেখেছি। এখানে সারাদেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে যেকেউ ভর্তি হতে পারবেন নতুনভাবে। এখানে ভর্তি হয়ে লাইভ ক্লাসে অংশ নেয়া, সপ্তাহে একটি করে পরীক্ষা দেবার সুযোগসগহ খাতার মূল্যায়ন এবং গাইডলাইন ও কাউন্সেলিং মাত্র ৩০০০/- টাকায় নিতে পারছেন। বিস্তারিত জানতে সরাসরি ফোন দিয়ে কথা বলুন – ০১৭১২-৯০৮৫৬১।

ধন্যবাদসহ

অ্যাডভোকেট মুরাদ মোর্শেদ

২৯ মার্চ, ২০২০ সাল

[এই নোটটিতে ৩টি প্রিন্টিং মিসটেক সংশোধিত করাই আছে।

সর্বশেষ হালনাগাদকৃত : ২৭ এপ্রিল, ২০২০]

প্রশ্ন নং : ১

আত্মরক্ষার অধিকার বলতে কি বুঝায়? আত্মরক্ষার অধিকারের পরিধি কতখানি? উদাহরণসহ আলোচনা করুন। [What is the right of private defence? To What extent such right of private defence is available? Discuss with illustration.] [বার : ২০১২ + বার : ২০০৮, অগাস্ট]

১ নং প্রশ্নের উত্তর

দণ্ডবিধিতে বিভিন্ন অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করা হলেও কিছু ক্ষেত্রে 'অপরাধ' কোনো অপরাধ বলে গণ্য না হয়ে ব্যতিক্রমের আওতায় পড়বে এমন সব কার্যের [act] কথা বিধিটির ৪র্থ অধ্যায়ে ধারা ৭৬ থেকে ১০৬ পর্যন্ত বর্ণিত আছে। এর মধ্যে আলাদাভাবে 'ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার' উপশিরোনামে ৯৬ ধারা থেকে ১০৬ পর্যন্ত ব্যক্তিগত আত্মরক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয় বর্ণিত আছে। প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজেকে যেকোনো রকম অপরাধের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এটি একটি সার্বজনীন অধিকার। আইন তার আনুষ্ঠানিক বৈধতা দিয়েছে এই ধারাগুলোর মাধ্যমে। আত্মরক্ষার অধিকার সেই অধিকার যার বলে এমনকি কোনো অপরাধমূলক কাজও অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না। কোনো একটি অপরাধ সংঘটনের সময় অপরাধীর দুষ্ট মন থাকে। দুষ্ট মন বা Guilty mind ছাড়া কোনো অপরাধ সংঘটিত হতে পারে না বা সংঘটিত হলেও তা অপরাধ বলে বিবেচিত না হয়ে ব্যতিক্রমের আওতায় পড়বে। বিখ্যাত ম্যাক্সিম 'non facit reum nisi mens sit rea' [The act does not constitute guilt unless done with a guilt intent] - নীতিটির প্রতিফলন এই ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের সময় দেখা যায়। কেননা, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আইনের চোখে আপাত সংজ্ঞায়িত কোনো 'অপরাধ' হবার ক্ষেত্রে তা সাধারণভাবে দুষ্ট মন ছাড়াই সংঘটিত হয়।

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৯৬ ধারা অনুসারে -

> 'আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগজনিত কোনো কার্যই অপরাধ নহে।'

এলাহাবাদের একটি মামলায় বলা হয় যে, কোনো ব্যক্তি যখন অপর ব্যক্তির দেহের বা সম্পত্তির ওপর আক্রমণ চালায় তখন আইন তাকে নিরীহ মেষ শাবকের মতো সবকিছু মেনে নিতে আদেশ দেয় না। আইন তাকে নির্দেশ দেয় যে, আক্রমণকারীকে রুখবার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করতে, এমনকি আক্রমণ ঠেকানোর জন্য প্রতিআক্রমণ করার অধিকারও তার আছে। [AIR 1953, ALL 338]

আত্মরক্ষার অধিকারের পরিধি প্রসঙ্গে

দণ্ডবিধির ৯৬ ধারায় বর্ণিত উক্ত ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকারও যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা যায় না। এর সীমা-পরিসীমা আছে, নির্দিষ্ট পরিধি মোতাবেক এর প্রয়োগ আইনসম্মত, নচেৎ নয়। নিচে আত্মরক্ষার অধিকারের পরিধি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. সাধারণ পরিধি : ৯৬ ধারায় ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকারের আইনগত ভিত্তি প্রদান করার পরেপরেই ৯৭ ধারায় বলা হয়েছে প্রত্যেকটি মানুষের নিজের দেহ ও অপরের দেহ এবং নিজের ও অপরের সম্পত্তি (স্থাবর বা অস্থাবর উভয়ই হতে পারে) রক্ষায় যেকোনো অপরাধমূলক কার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে।

২. শরীর সম্পর্কিত আত্মরক্ষার অধিকারের বিস্তৃতি : বিধিটির ১০০ ধারায় শরীর বা দেহ রক্ষায় অন্যের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায় যে ৬টি ক্ষেত্রে তা নির্দিষ্ট করা আছে (বিধিটির ৯৯ ধারার নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষে)। যথা :

ক. যেক্ষেত্রে মৃত্যু অনিবার্য এমনতর সম্ভাব্য আঘাতের ক্ষেত্রে, যেমন কেউ ছুরিসহ আক্রমণে উদ্যত হয়ে ছুটে আসলে আত্মরক্ষার অধিকারের অবাধ প্রয়োগ ঘটিয়ে তার মৃত্যু ঘটানো যাবে।

খ. গুরুতর জখমের সম্ভাবনা যা কিনা মৃত্যু আসন্ন করে তুলতে পারে।

গ. ধর্ষণের উদ্দেশ্যে আঘাত বা আক্রমণ ঘটলে যেমন, কোনো নারীকে কেউ ধর্ষণের চেষ্টায় আঘাত বা আক্রমণ করলে উক্ত নারী উক্ত ধর্ষকামী পুরুষের মৃত্যু ঘটাতে পারবে।

ঘ. অস্বাভাবিক কামনা চরিতার্থ [Intention of

gratifying unnatural lust] করার চেষ্টায় আক্রমণ বা আঘাত করলে।

ঙ. অপহরণ বা অপবাহনের উদ্দেশ্যে আঘাত বা আক্রমণ [An assault with the intention of kidnapping or abducting] করলে।

চ. বেআইনী আটক করার উদ্দেশ্যে হলে [Intention of wrongfully confining a person], যখন কিনা মুক্তির জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের আশ্রয় নেবার সুযোগ অনুপস্থিত থাকে।

৩. সম্পত্তি সম্পর্কিত আত্মরক্ষার অধিকারের বিস্তৃতি : ১০৩ ধারা মোতাবেক সম্পত্তি রক্ষায় অন্যের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায় (বিধিটির ৯৯ ধারার নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষে) নিম্নলিখিত ৪টি কারণে, যথা :

ক. দস্যুতা মোকাবেলায়।

খ. রাতের বেলা গৃহ ভেঙ্গে কেউ প্রবেশ করলে।

গ. বাসগৃহে বা সম্পত্তি রক্ষার স্থানে অগ্নি সংযোগ করলে।

ঘ. চুরি, ক্ষতি বা অনধিকার গৃহে প্রবেশের ফলে যদি মৃত্যু বা গুরুতর জখমের সম্ভাবনা থাকে।

৪. আত্মরক্ষার অধিকারের স্থিতিকাল : দণ্ডবিধির ১০২ ও ১০৫ ধারায় যথাক্রমে দেহ ও সম্পত্তি রক্ষায় কখন আত্মরক্ষার এই অধিকারের শুরু ও শেষ হবে তা বলা আছে।

৫. মৃত্যু সংঘটন ব্যতিরেকে আত্মরক্ষার অধিকারের বিস্তৃতি : ১০১ ও ১০৪ ধারায় দেহ ও সম্পত্তি রক্ষায় যেসব ক্ষেত্রে অন্যের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায়, সেসব ব্যতীত অন্য যেকোনো প্রকারের ক্ষতিসাধন বা কতদুর পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে এ সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে বলা আছে।।

৬. আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নিরপরাধ ব্যক্তির হত্যা : আত্মরক্ষার পরিধি এতই ব্যাপক যে, এই অধিকার প্রয়োগকালে যদি কোনো নিরপরাধ লোকের বা শিশুর মৃত্যুও ঘটে যায় তবে তা অপরাধ নয়। এটি ১০৬ ধারার বিষয়বস্তু।

৭. অপ্রকৃতিস্থ ইত্যাদি ব্যক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকারের প্রয়োগঃ সাধারণভাবে দণ্ডবিধির ৮২ থেকে ৮৬ ধারা পর্যন্ত উল্লেখিত ব্যক্তিগণের করা অপরাধ দণ্ডবিধির ব্যতিক্রম। কিন্তু ৯৮ ধারা অনুসারে এই ধরনের ব্যক্তিবর্গের দ্বারা কোনো অপরাধ বা আক্রমণ বা আঘাতের সম্ভাবনা থাকলে একজন ব্যক্তি তার বিরুদ্ধেও আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। ফলে পাগল, অপ্রকৃতিস্থ অথবা অল্পবয়স্ক শিশু প্রমুখ ব্যক্তির বিরুদ্ধেও এই অধিকার প্রয়োগ করা যায়।

৮. আত্মরক্ষার অধিকার ৯৯ ধারার বর্ণিত ব্যতিক্রমসাপেক্ষে হবে : দণ্ডবিধির ৯৭, ১০০, ১০১, ১০৩ এবং ১০৪ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, ৯৯ ধারার ব্যতিক্রমসাপেক্ষে ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগযোগ্য। এই ৯৯ ধারার মূল কথা হলো - সরকারী কর্মচারীর কোনো আইনসম্মত কাজের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার এই অধিকার প্রয়োগ করা যাবে না। তবে যদি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা ন্যায়সঙ্গতভাবে উদ্ভব ঘটে, তখন আত্মরক্ষার্থে তার প্রতিরোধ করা যাবে। কিন্তু সেই প্রতিরোধও যতটুকু ক্ষতি সাধন প্রয়োজনীয় তার বেশি হবে না।

উপরে বর্ণিত পরিধিতেই ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা যায় দণ্ডবিধি ১৮৬০ অনুযায়ী।

এই প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে নির্দেশনা :

১. এখানে ৭৮০টি শব্দ আছে। তুলনামূলক বড়। কিন্তু এর কম করাও কঠিন। শুরুর প্যারাতে একটু ফাঁকি দেয়া যায়। লিখতে গিয়ে কিছু জিনিস হয়তো এমনিতেই মিসিং হয়ে যেতে পারে।

২. এই প্রশ্নটিই দণ্ডবিধি থেকে অন্যতম হিট এবং হট প্রশ্ন এবারের সাজেশন হিসেবে। সর্বশেষ ২০১২ সালে আসলেও ২০১৫ বা ২০১৭ সালে এটা আসেনি। সুতরাং, গুরুত্ব আছে এটার।

৩. এই প্রশ্নটি পরীক্ষায় আসলে এবং ভালোভাবে মনে রাখতে পারলে এটা অবশ্যই প্রথমে লিখবেন।

৪. যদি মুখস্থ বিদ্যা দুর্বল থাকে তবে প্রথম প্যারায় উল্লেখিত ম্যাক্সিমটি প্রাসঙ্গিকভাবে রিলেট করে লিখবেন। ম্যাক্সিমটির উল্লেখ যেন বেখাপ্পা মনে না হয়। এই ম্যাক্সিম দেয়া হয়েছে পরীক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

৫. দ্বিতীয় প্যারার কেস রেফারেন্সটি মুখস্থ করবেন কষ্ট করে। এটা না দিলেই নয়।

৬. মাঝে মাঝে দেয়া ব্র্যাকেটে ইংরেজি শব্দবন্ধগুলো খাতায় লিখতে পারাটা ভালো হবে।

৭. আত্মরক্ষার পরিধি প্রসঙ্গে ৭ নং পয়েন্টে উল্লেখ করা ৮২ থেকে ৮৬ ধারার কথা লিখতে কোনোভাবেই ভুলবেন না। এটা আমাদের বইয়ের পাঠক ছাড়া অন্য কেউই লিখবে না সম্ভবত। আরেকটু বেটার করা যেত এই উত্তরটি যদি ৩০০ ধারার ব্যতিক্রম এবং সাক্ষ্য আইনের প্রমাণের দায়ভার বিষয়টি যুক্ত করা যেতো। কিন্তু দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে।

৮. প্রশ্নটি সম্পর্কে : এই প্রশ্নটি ২০১২ এবং ২০০৮ সালের বার কাউন্সিলের পরীক্ষায় এসেছিলো। এই প্রশ্ন সম্পর্কে এরও বাইরে টীকা আকারে এসেছিলো এবং সেক্ষেত্রে টীকার টপিক ছিলো - 'আত্মরক্ষার অধিকার'। টীকাটি লিখতে গেলে এই আলোচ্য প্রশ্নের প্রথম দুইটি প্যারা লিখে পাশাপাশি আরো যুক্ত করতে হবে ৯৬ থেকে ১০৬ ধারা পর্যন্ত বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত [অন্তত এক লাইন করে] বর্ণনা।

প্রশ্ন নং : ২

ক্যাম্পাসে দুইদল ছাত্রের মধ্যে একটি অবাধ লড়াই সংঘটিত হইয়াছে। উভয়পক্ষ শক্তি পরীক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা লড়াই করিতে সংকল্পবদ্ধ। ফলে অবাধ লড়াইয়ে 'ক' দলের একজন সদস্য 'খ' দলের গুলিতে মারা যায়। খ বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে যে, যদি সে গুলি না করিত তবে সে স্বয়ং নিহত হইত। সুতরাং আত্মরক্ষার খাতিরে সে ক দলের একজন সদস্যকে হত্যা করিয়াছে। খ আত্মরক্ষামূলক আইনের আশ্রয় লাভ করিতে পারে কিনা, আলোচনা করুন। [২০০২]

২ নং প্রশ্নের উত্তর

উত্তর : আলোচ্য সমস্যায় দেখা যায় যে, দুইদল ছাত্রের গ্রুপে একটি অবাধ লড়াই সংঘটিত হয়েছে এবং উভয়পক্ষই শক্তি পরীক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সেই লড়াইয়ে নেমেছে। এরকম লড়াইয়ে একেকটি গ্রুপে সাধারণত ৫ এর অধিক লোক থেকে থাকে। সেক্ষেত্রে প্রথমেই তারা বেআইনী সমাবেশের উপস্থিতি ঘটিয়েছে। বেআইনী সমাবেশের শর্ত পূরণ যদি নাও হয়ে থাকে, তবুও লক্ষ্য করার বিষয় যে, তারা একে অপরকে আঘাত, গুরুতর আঘাত বা মৃত্যু ঘটানোর জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছে। অর্থাৎ তারা কোনো আইনসম্মত কাজের জন্য সেখানে একত্রিত হয়নি। সেখানে তারা পরস্পরকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে। 'কোনো অভিযুক্ত যখন নিজে আক্রমণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে মারামারি শুরু করে সেখানে তার প্রতিরক্ষার অধিকারের দাবি গ্রাহ্য হতে পারে না।' [AIR 1949 Allahabad 109]

ফলে আসামি এখানে আত্মরক্ষামূলক আইনের আশ্রয় লাভ করতে পারে না। আবার ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকারের পরিধি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দণ্ডবিধির ৯৬ থেকে ১০৬ ধারা পর্যন্ত উপরোক্ত কোনো কারণে একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার প্রয়োগ ঘটাতে পারে না। ১০০ ধারা, যেখানে কিনা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অন্যের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায় কি কি শর্তে বা কি কি কারণে তার ৬টি নির্দিষ্ট বিষয় বর্ণনা করা আছে। উক্ত শর্তের ভেতরেও এই ঘটনা পড়ে না।

আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার দণ্ডবিধি, ১৮৬০ আইনের

ব্যতিক্রম। কিন্তু এই ব্যতিক্রমও আবার বেশ কিছু ব্যতিক্রমের অধীন যেমন, ৯৯ ধারা। আবার অন্যান্য ধারাগুলোতে মূলত অন্যান্য শর্তাবলী সাপেক্ষে এর প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা আছে। আত্মরক্ষার অধিকারের পরিধি ব্যাপক হলেও অন্য অর্থে আবার সংকীর্ণ; কেননা, এর প্রতিটি অধিকারের নির্দিষ্ট শর্ত বা সীমা নির্ধারণ করা আছে। যেকোনো ঘটনাতেই আত্মরক্ষার অধিকারের দাবি করা যায় না। এসবের কোনো কিছুতেই উক্ত ঘটনার শর্তাবলী পূরণ হয় না। অনুরূট ঘঠনার ক্ষেত্রে নজীরে আরো সিদ্ধান্ত আছে যে, যখন দুই পক্ষই মারামারির জন্য প্রস্তুত হয় তখন কোনো পক্ষেরই আত্মরক্ষার অধিকারের প্রশ্ন উঠতে পারে না [14 DLR 316 SC]।

ফলে প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় খ আত্মরক্ষামূলক আইনের আশ্রয় লাভ করতে পারে না।

এই প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত নির্দেশনা :

১. এই সমস্যামূলক প্রশ্নে ২৮৪টি শব্দ আছে। এটা পরীক্ষায় আসলেও প্রশ্নের অর্ধেক আকারে বা অন্য কোনো তত্ত্বীয় প্রশ্নের শেষাংশ আকারে আসার কথা।

২. আত্মরক্ষার অধিকার গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু থিওরি না দিয়ে দেখা গেলো যে, এটার সাথে প্রবলেম বেজড প্রশ্ন দিয়ে দিতে পারে। ইনফ্যাক্ট প্রতিটি থিওরি যা যা প্রস্তুতি নিচ্ছেন সেসবের সাথে সাথে এ সংক্রান্ত কোনো প্রবলেম বেজড প্রশ্ন এসেছিলো কি না সেটা খেয়াল করে সমাধান করে যেতে হবে অবশ্যই।

প্রশ্ন নং : ৩

টীকা লিখুন : [বার : ২০১০, বার : ২০০৭, বার : ২০০৬, ডিসেম্বর]

ক. আত্মরক্ষার অধিকার [Right of private defence]

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

দণ্ডবিধিতে বিভিন্ন অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করা হলেও কিছু ক্ষেত্রে 'অপরাধ' কোনো অপরাধ বলে গণ্য না হয়ে ব্যতিক্রমের আওতায় পড়বে এমন সব কার্যের [act] কথা বিধিটির ৪র্থ অধ্যায়ে ধারা ৭৬ থেকে ১০৬ পর্যন্ত বর্ণিত আছে। এর মধ্যে আলাদাভাবে 'ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার' উপশিরোনামে ৯৬ ধারা থেকে ১০৬ পর্যন্ত ব্যক্তিগত আত্মরক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয় বর্ণিত আছে। প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজেকে যেকোনো রকম অপরাধের শিকার [victim of an offence] হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এটি একটি সার্বজনীন অধিকার। আইন তার আনুষ্ঠানিক বৈধতা দিয়েছে এই ধারাগুলোর মাধ্যমে। আত্মরক্ষার অধিকার সেই অধিকার যার বলে এমনকি কোনো অপরাধমূলক কাজও অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না। কোনো একটি অপরাধ সংঘটনের সময় অপরাধীর দুষ্ট মন থাকে। দুষ্ট মন বা Guilty mind ছাড়া কোনো অপরাধ সংঘটিত হতে পারে না বা সংঘটিত হলেও তা অপরাধ বলে বিবেচিত না হয়ে ব্যতিক্রমের আওতায় পড়বে। বিখ্যাত ম্যাক্সিম 'non facit reum nisi mens sit rea' [The act does not constitute guilt unless done with a guilt intent] - নীতিটির প্রতিফলন এই ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের সময় দেখা যায়। কেননা, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আইনের চোখে আপাত সংজ্ঞায়িত কোনো 'অপরাধ' হবার ক্ষেত্রে তা সাধারণভাবে দুষ্ট মন ছাড়াই সংঘটিত হয়।

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৯৬ ধারা অনুসারে -

'আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগজনিত কোনো কার্যই অপরাধ নহে।'

এলাহাবাদের একটি মামলায় বলা হয় যে, কোনো ব্যক্তি যখন অপর ব্যক্তির দেহের বা সম্পত্তির ওপর আক্রমণ চালায় তখন আইন তাকে নিরীহ মেষ শাবকের মতো সবকিছু মেনে নিতে আদেশ দেয় না। আইন তাকে নির্দেশ দেয় যে, আক্রমণকারীকে রুখবার জন্য

প্রয়োজনীয় সবকিছু করতে, এমনকি আক্রমণ ঠেকানোর জন্য প্রতিআক্রমণ করার অধিকারও তার আছে। [AIR 1953, ALL 338]

দণ্ডবিধির ৯৬ ধারায় বর্ণিত উক্ত ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকারও যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা যায় না। এর সীমা-পরিসীমা আছে, নির্দিষ্ট পরিধি মোতাবেক এর প্রয়োগ আইনসম্মত, নচেৎ নয়। নিচে আত্মরক্ষার অধিকারের পরিধি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো।

ক. ৯৬ ধারায় ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকারের বৈধতা ঘোষণা করা হয়েছে।
খ. ৯৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, এই অধিকারের বিস্তৃতি নিজ দেহ ও অপরের দেহ এবং নিজ সম্পত্তি ও অপরের সম্পত্তি রক্ষার্থে থাকবে।
গ. ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগেরও একটি ব্যতিক্রম রয়েছে যা কিনা ৯৯ ধারায় বর্ণিত হয়েছে।
ঘ. দেহ রক্ষার সময় [৬টি ক্ষেত্রে] এবং সম্পত্তি রক্ষার সময় [৪টি ক্ষেত্রে] যখন অন্যের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায় সে সম্পর্কে যথাক্রমে ১০০ ও ১০৩ ধারায় বর্ণিত আছে।
ঙ. মৃত্যু নয় কিন্তু অন্যান্য আঘাত কতদুর পর্যন্ত করা যাবে সে সম্পর্কে ১০১ ও ১০৪ ধারায় বর্ণিত আছে।
চ. আত্মরক্ষার অধিকারের প্রয়োগের সময়কাল বা স্থিতিকাল সম্পর্কে ১০২ ও ১০৫ ধারায় বর্ণিত আছে।
ছ. এছাড়া ধারা ৯৮ এ বর্ণিত আছে যে, দণ্ডবিধির ৮২-৮৬ ধারায় বর্ণিত যাদের অপরাধ অপরাধের ব্যতিক্রম হয়, তাদের করা কোনো আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যও এই আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা যাবে। অন্যদিকে, বিধিটির ১০৬ ধারা মোতাবেক আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি কোনো নিরপরাধ মানুষও ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবুও সেক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হবে।

এই প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত নির্দেশনা :
১. টীকা আকারে আসা এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে শব্দ রয়েছে ৪২০+।
২. আশা করা যায় ৫ নম্বরের প্রশ্ন হিসেবে আসবে পরীক্ষায়, যদি আসে আরকি!
৩. চাপে পড়লে এটিকে প্রথম প্যারাতেই আরেকটু সংক্ষিপ্ত করে নিতে পারেন।

প্রশ্ন নং : ৪

ক. আত্মরক্ষার অধিকার বলতে কি বোঝেন? আত্মরক্ষার অধিকার কতদুর পর্যন্ত প্রয়োগ করা যায়?

খ. আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগে শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার্থে কখন আক্রমণকারীর মৃত্যু ঘটানো যেতে পারে? উদাহরণসহ উত্তর দিন। [জুডি. : ২০১৩]

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

এই প্রশ্নটির উত্তর করার জন্য ১ নং প্রশ্নের উত্তরের কোন কোন অংশ কীভাবে লিখবেন তা বুঝতে নিচের নির্দেশনাটি পড়ুন।

এই প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত নির্দেশনা :

ক. **প্রশ্নটি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য :** এই প্রশ্নটি জুডিসিয়ারি পরীক্ষার ২০১৩ সালে এসেছিলো। আত্মরক্ষার অধিকার সংক্রান্তে সামান্য ভ্যারিয়েশনে আসা প্রশ্ন বিধায় প্রশ্নটির উত্তর সুনির্দিষ্ট করা হলো। এভাবেও প্রশ্ন আসতে পারে।

খ. **যেভাবে উত্তর লিখবেন :** এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পুরোটাই লিখবেন; কিন্তু, যদি খ অংশের প্রশ্নটি সাথে আসলে ২ ও ৩ নং পয়েন্টের বিস্তারিত না লিখে ছোট করে লিখবেন, কেননা এর বিস্তারিত পয়েন্টগুলো খ নং উত্তরে লিখতে হবে।

গ. এরও পরে খ নং প্রশ্নে চাওয়া অংশটির জন্য ১ নং প্রশ্নের উত্তরের ২ ও ৩ নং পয়েন্টে উল্লিখিত বিষয়বস্তু হুবহু লিখলেই চলবে।

ঘ. খ নং প্রশ্নে চাওয়া উদাহরণটি নিম্নোক্তভাবে লিখবেন।

জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটানো যায় তার দুইটি উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হলো।

জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে :

উদাহরণস্বরূপ 'ক' একজন ব্যক্তি 'খ' এর উপর দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারার সংজ্ঞানুযায়ী, ধর্ষণের চেষ্টা করেন। 'খ, নিজেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে 'ক' এর মাথায় লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করেন, ফলে 'ক' এর মৃত্যু হয়। এক্ষেত্রে 'খ' দণ্ডবিধির চতুর্থ অধ্যায়ের সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ এর অধীন ধারা ১০০ অনুসারে ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার্থে মৃত্যু ঘটানোর অযুহাত দেখাতে পারে।

সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে :

উদাহরণস্বরূপ, 'ক' একজন দস্যু। সে রাতের অন্ধকারে 'খ' এর বাড়িতে হানা দেয় সে দণ্ডবিধির ধারা ৩৯০ এর অধীন দস্যুতার চেষ্টা করলে বাড়ির মালিক 'খ' তাকে গুলি করে, এতে 'ক' মারা যান। এক্ষেত্রে 'খ' দণ্ডবিধির চতুর্থ অধ্যায়ের সাধারণ ব্যতিক্রম এর অধীন ধারা ১০৩ এ উল্লেখিত সম্পত্তি রক্ষায় ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষায় মৃত্যু ঘটানোর অযুহাত দেখতে পারে।

প্রশ্ন নং : ৫(ক)
সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ কি কি? কোনো একটি কাজ কোনো একটি ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত দাবী করা হলে এ দাবি প্রমানের দায়িত্ব কার উপর বর্তায়?

৫(ক) নং প্রশ্নের উত্তর

দণ্ডবিধির ভাষ্যে, সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ বলতে দণ্ডবিধির সেই বিধানগুলো বোঝায় যেগুলোর অধীনে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো অপরাধ করে তবে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। দণ্ডবিধির চর্তুথ অধ্যায়ে 'সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ' শিরোনামে ধারা ৭৬-১০৬ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায় সম্পর্কে একটি ভিত্তিমূলক কথা বলা আছে বিধিটির ৬ ধারায়। বলা হয়েছে যে, দণ্ডবিধির সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ পুরো দণ্ডবিধিতে বর্ণিত সমস্ত সংজ্ঞা বা উদাহরণে প্রযোজ্য বলে গণ্য করতে হবে, যদিওবা তা উক্ত ধারায় বর্ণিত বা উল্লেখ নাও থাকে। যাইহোক, দণ্ডবিধির সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহের সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো।

১. সরকারি কর্মচারী বা আদালতের কাজ এবং আদালতের নির্দেশে কৃত কাজ সম্পর্কে: দণ্ডবিধির ধারা ৭৬ অনুযায়ী, কোনো সরকারি কর্মচারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কোনো কাজ সরল বিশ্বাসে করলে, যা করতে কিনা সে আইনত বাধ্য, সেরূপ ক্ষেত্রে তা অপরাধের ব্যতিক্রমের আওতায় পড়বে। অন্যদিকে, ধারা ৭৭ অনুসারে আদালতের কোনো নির্দেশ বা কাজ অথবা ৭৮ ধারা অনুসারে আদালতের নির্দেশ অনুসারে কৃত কোনো কাজও অপরাধের ব্যতিক্রমের আওতায় পড়বে।

২. কোন আইনানুগ কার্য সম্পাদনকালে দুর্ঘটনা: ধারা ৮০ অনুসারে কোনো অপরাধমূলক অভিপ্রায় ব্যতীত আইনানুগ [Lawful act] কাজের মাধ্যমে কোনো কার্য অপরাধ নয়।

৩. অপরাধমূলক উদ্দেশ্য ব্যতীত এবং অন্যবিধ ক্ষতি নিবারণ এর উদ্দেশ্যে কৃত কাজ: ধারা ৮১ অনুযায়ী, যদি কেউ ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্য ব্যতীত এবং মানুষ বা সম্পত্তির ক্ষতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে এমন কোনো কাজ করে যাতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলেও তা অপরাধের ব্যতিক্রম হবে।

৪. অল্পবয়সী ও অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির কার্য : বিধিটির ৮২ ধারা অনুসারে নয় বছরের কম বয়সী শিশুর দ্বারা কোনো কাজ অপরাধ হবে না। ধারা ৮৩ অনুযায়ী, ৯ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুর কৃত কাজ অপরাধ গণ্য হবে না যদি উক্ত অপরাধের ব্যাপারে সেই শিশুর বোধশক্তি কম থাকে এবং নিজ কাজের পরিণতি সম্পর্কে উপলব্ধি না থাকে। অন্যদিকে, ৮৪ ধারা অনুসারে কোনো অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির [Unsound mind] করা কোনো কাজও দণ্ডবিধি অনুসারে কোনো অপরাধ নয়।

৫. নেশাগ্রস্থতা : ৮৫ ও ৮৬ ধারা দুইটির মূল সারবস্তু হলো – কোনো ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনোকিছুর দ্বারা নেশাগ্রস্থ হয়ে থাকলে ঐ অবস্থায় কৃত কাজ অপরাধ না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে নেশাগ্রস্থ হয়ে কৃত কার্য অপরাধ হবে।

৬. মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায়হীন ভাবে কৃত কাজ: ধারা ৮৭ অনুযায়ী, ১৮ বছরের বেশী বয়সী কোনো ব্যক্তি যদি ক্ষতির ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্মতি প্রদান করে কোনো কাজের, এবং সেটিতে যদি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটানোর অভিপ্রায়হীনভাবে কৃত কাজের দ্বারা উক্ত ব্যক্তির ক্ষতি হলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, সেক্ষেত্রে সেটিও দণ্ডবিধির সাধারণ ব্যতিক্রমের আওতায় পড়বে। অন্যদিকে, ধারা ৯২ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির মঙ্গলার্থে তার কোন সম্মতি ব্যতীতই সদবিশ্বাসে এমন কাজ করে যার ফলে উক্ত ব্যক্তির ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, এমন কার্য অপরাধ নয়।

৭. কোনো ব্যক্তির মঙ্গলার্থে সদবিশ্বাসে অভিপ্রায়হীনভাবে কৃত ক্ষতিসাধন : ৮৮ ধারা অনুসারে কোনো ব্যক্তির মঙ্গলার্থে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে সদবিশ্বাসে এমন কোনা কার্য করে যাতে উক্ত ব্যক্তির ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, এমন কার্যও অপরাধ নয়। অন্যদিকে, ধারা ৮৯ অনুযায়ী, বার বছরের চেয়ে কমবয়সী বা অপ্রকৃতিস্থ কোনো ব্যক্তির মঙ্গলার্থে তার অভিভাবক বা আইনানুগ তত্ত্বাবধানকারীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিক্রমে, সদবিশ্বাসে কৃত কোনো কাজ যার ফলে উক্ত ব্যক্তির ক্ষতি হবার সম্ভবনা রয়েছে বলে সংঘটক অবগত থাকে তবুও

সেই কাজ অপরাধ নয়। যেমন, অভিভাবক কর্তৃক শিশুর মঙ্গলার্থে অস্ত্রপচারের অনুমতি প্রদান এবং তাতে কোনো ক্ষতি হলেও সেটিও দণ্ডবিধির সাধারণ ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপ ধারণা ৯২ ও ৯৩ ধারাতেও উল্লেখ আছে। ৯৩ ধারায় বলা আছে যে, একজিন চিকিৎসক তার রোগীর ব্যাপারে তথ্য প্রদান করতে পারে, যে তথ্যে তার আঘাত বা অন্যরূপ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

৮. ভীতি প্রদর্শিত হয়ে ভীত ব্যক্তির কৃত কাজ : ধারা ৯৪ অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ভীতি প্রদর্শন এর দ্বারা বাধ্য হয়ে খুন ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ ব্যতিরেকে কৃত কোনো কার্যও অপরাধ হবে না। অন্যদিকে, ৯৫ ধারা অনুসারে, যদি কোনো কার্যের ফলে এমন ক্ষতিসাধন হয় বা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে যা সম্পর্কে সাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও মেজাজের কোনো ব্যক্তিই অভিযোগ করবে না, তবে সেটাও অপরাধ নয়।

৯. ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষায় কৃত কার্য: ৯৬ ও ৯৭ ধারা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নিজের বা পরের দেহ বা সম্পত্তি রক্ষায় ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কৃত কাজ অপরাধ নয়। এই আত্মরক্ষার আরম্ভ ও স্থিতিকাল ধারা ১০২ ও ধারা ১০৫ এ বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া, ধারা ১০০ ও ১০৩ অনুসারে এই অধিকার প্রয়োগ দ্বারা মৃত্যু ঘটালেও অপরাধ হবে না। তবে, ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার ৯৯ ধারায় বর্ণিত নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষে পাঠ করতে হবে।

ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত দাবি প্রমাণের দায়িত্ব প্রসঙ্গে
প্রমাণের দায়িত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য আইনে আলোচনা রয়েছে ১০১ ধারা থেকে ১১৪ ধারা পর্যন্ত। এই ধারাগুলোর ভেতরে ১০১ ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যে ঘটনার অস্তিত্ব দাবি করে তা প্রমাণের দায়িত্ব ঐ ব্যক্তির। অর্থাৎ আদালতে যে ব্যক্তি কোনো দাবি উত্থাপন করবেন সে ব্যক্তি সে দাবির অস্তিত্ব প্রমাণ করবেন। আবার, সাক্ষ্য আইনের ১০৫ ধারা বর্ণিত আছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো অপরাধ করে যা দণ্ডবিধির চতুর্থ অধ্যায়ের সাধারণ ব্যতিক্রমের মধ্যে গণ্য হয়, তবে তার দ্বারা সংঘটিত অপরাধ কোন ব্যতিক্রমের শর্তের অধীন তা প্রমাণ করার দায়িত্ব সে ব্যক্তির নিজেরই। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ৯ বছরের কম বয়সী শিশু যদি কোনো ব্যক্তিকে ঘুষি মেরে তার দাঁত ফেলে দেয়, তবে তা দণ্ডবিধি অনুসারে গুরুতর আঘাতের অপরাধ। কিন্তু, এরূপ কোনো ঘটনায় উক্ত ভিকটিম যদি কোনো মামলা করে থাকেন গুরুতর আঘাত সংক্রান্ত, তাহলে উক্ত আঘাত প্রদানকারী শিশুটিকেই প্রমাণ করতে হবে যে, তার বয়স উক্ত ঘটনা সংঘটনের সময় ৯ বছরের কম ছিলো। সুতরাং, সে এই অপরাধের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। এক্ষেত্রে, দণ্ডবিধির সাধারণ ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে সেই তথ্য প্রমাণের দায়ভারটি আবশ্যিকভাবে উক্ত শিশুর।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, দণ্ডবিধির সাধারণ ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয়াদি প্রমাণ করার দায়িত্ব যিনি দাবি করবেন যে, তার অপরাধটি ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে, তারই দায়িত্ব সেটি প্রমাণ করার।

এই প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে নির্দেশনা :

১. প্রশ্নটি জুডিসিয়ারি পরীক্ষায় এসেছিলো; বার কাউন্সিলে কখনো 'সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ' বিষয়বস্তুতে সরাসরি প্রশ্ন আসেনি এ যাবৎ। তবুও এটি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে আমাদের কাছে। সে কারণে এখানে যুক্ত করা হয়েছে।

২. এই উত্তরটিতে ৮৫৪টি শব্দ আছে। শব্দ আমাদের বিবেচনায় সামান্য বেশি। তবে আশা করি যে, প্রশ্নের শেষাংশ অর্থাৎ প্রমাণের দায়ভার সংক্রান্ত অংশটি বার কাউন্সিলের পরীক্ষায় দেবে না; দিলেও সঙ্গতভাবে দেবে। ফলে, শব্দসংখ্যার পেছনে বেশি গবেষণা না করে উত্তরটি ভালো করে বুঝে নিয়ে রাখুন, যেন পরীক্ষায় যেকোনোভাবে আসলে উত্তর করতে পারেন।

৩. কতটা গুরুত্ব দেওয়া দরকার সে সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সাধারণভাবে যেই টপিকটি ধরবেন সেই টপিকটির আদ্যোপান্ত পড়ে যাবার কথা বারংবারই বলে এসেছি। সেক্ষেত্রে এই প্রশ্নটির গুরুত্ব অপরিসীম।

৪. এর গুরুত্ব অপরিসীম বিবেচনাতেই জুডিসিয়ারিতে আসা ব্যতিক্রম অংশ থেকে আসা দুইটি ঘটনাভিত্তিক বিশ্লেষণী প্রশ্নও এরও পরে যুক্ত করে দেওয়া আছে। উক্ত ঘটনাভিত্তিক প্রশ্ন মূলত ব্যতিক্রম সংক্রান্ত ধারাগুলোরই উদাহরণ থেকে আসা প্রশ্ন। ঘাবড়ানোর কিছু নেই ফলত। বিভিন্ন ধারা থেকে উদাহরণগুলো দেখে যেতে পারলে

আসলে মন্দ নয়। যেমন, আইনানুগ কাজ বা Lawful act এর সময় দুর্ঘটনাবশত কোনো ব্যক্তি আহত বা নিহত হলে সেটি অপরাধের ব্যতিক্রমের আওতায় পড়ে। সংশ্লিষ্ট ধারাতেই উদাহরণ দেওয়া আছে যে, একজন কাঠুরে কাজ করার সময় [এটি একটি আইনানুগ কাজ বা Lawful act] কুঠার থেকে ফলাটি বিচ্ছিন্ন হয়ে কাউকে আঘাত করে এবং উক্ত ব্যক্তি নিহত হয়। এক্ষেত্রে এটি কোনো অপরাধ নয়; বরং অপরাধের ব্যতিক্রম হবে।

প্রশ্ন নং : ৫(খ)

একজন ডাক্তার সরল বিশ্বাসে তার রোগীকে জানায় যে সে বাঁচবে না। এ কথা শোনার পর রোগীটি মানসিক আঘাতে মারা যায়। ডাক্তার জানতেন যে, একথা শোনার পর রোগীর মৃত্যু হতে পারে। এক্ষেত্রে ডাক্তারের কোনো অপরাধ হবে কি? দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখপূর্বক উত্তর দিন। [জুডি. : ২০০৭]

অথবা

'ক' একজন শল্য চিকিৎসক, সরল বিশ্বাসে তিনি তার রোগীকে জানান যে, সে আর বাঁচবে না। এ উক্তিতে মর্মাহত হয়ে রোগী মারা যায়। [২০১৭]

৫(খ) নং প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্নে, ডাক্তার তার রোগীকে সদবিশ্বাসে জানিয়েছেন যে, তিনি (রোগীটি) আর বাঁচবে না। একথার পরিপ্রেক্ষিতে রোগীটি মারা যান। এক্ষেত্রে, ডাক্তার এর সংবাদ পরিবহনটিই মূলত রোগীর মৃত্যুর কারণ।

প্রশ্নে বর্ণিত উদাহরণটি দণ্ডবিধির ৯৩ ধারাতেই সরাসরি উল্লেখ আছে উদাহরণ আকারে। ধারাটির বর্ণনা অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তির মঙ্গলার্থে সদবিশ্বাসে কোন সংবাদ পরিবাহিত হয়, যে ব্যক্তিকে সংবাদ পরিবহন করা হয় তার ক্ষতি (harm) সাধিত হতে পারে জানা সত্বেও, সংবাদ পরিবহন অপরাধ হবে না। এ ধারার মূলত দুইটি উপাদান-

১. কোনো ব্যক্তির মঙ্গলার্থে সদবিশ্বাসে সংবাদ বা তথ্য প্রদান হতে হবে।

২. সংবাদ পরিবহনের ফলে উক্ত ব্যক্তির ক্ষতি (harm) হবার সম্ভাবনা রয়েছে তা সংবাদদাতা জেনে থাকবেন। এ ক্ষেত্রে, ক্ষতি (harm) বলতে ক্ষতিকর মানসিক প্রতিক্রিয়া বোঝায়। (AIR 1966 SC 1773)

উপরোক্ত ধারার আলোকে ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ডাক্তার রোগীর মঙ্গলার্থেই সদবিশ্বাসে তার মৃত্যুর সংবাদ তাকে দিয়েছেন এবং তিনি জানতেন যে, এর ফলে তিনি (রোগীটি) মারা যেতে পারেন। সুতরাং তার এই কার্য দণ্ডবিধির ধারা ৯৩ অনুসারে অপরাধ মর্মে গণ্য হবে না।

প্রশ্ন নং : ৫(গ)
'ক' ব্যথার কষ্ট নিয়ে একজন সার্জনের নিকট এলো, যিনি অস্ত্রপচারের ফলে 'ক' এর মৃত্যু হতে পারে - এটা জেনেও 'ক' এর মৃত্যু ঘটানোর কোনো অভিপ্রায় ছাড়াই সরল বিশ্বাসে 'ক' এর মঙ্গলার্থে অস্ত্রপচারটি করেন। উক্ত অস্ত্রপচারের পর 'ক' মারা যায়। 'ক' এর মৃত্যুর জন্য সার্জনকে দায়ী করা যায় কি? ব্যাখ্যা করুন। [জুডি. : ২০১৪]

৫(গ) নং প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনা অনুসারে উক্ত মৃত্যুর জন্য সার্জনকে দায়ী করা যায় না।

প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনার উদাহরণ সরাসরি দণ্ডবিধিতে 'সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ' শিরোনামে চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত ৮৮ ধারায় দেওয়া আছে। এই ধারা অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির মঙ্গলার্থে –
১. সদবিশ্বাসে কোনো কাজ করে
২. মৃত্যু ঘটাবার অভিপ্রায় ছাড়াই কাজটি করেন এবং
৩. কাজটির ফলে উক্ত ব্যক্তির ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতি থাকে; তবে, উক্ত কার্য সংঘটক ব্যক্তির কাজটি ক্ষতির কারণে অপরাধ হবে না।

কাজটির ফলে, সম্ভব্য ক্ষতির ঝুঁকির জন্য ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতি থাকবে। AIR 1935 Allahabad 282 মামলায় সিদ্ধান্ত হয়, মৃত্যু ঘটাবার অভিপ্রায় ব্যতীত যেকোনো রূপ আঘাত বা ক্ষতি করা যায় যে কোনো ব্যক্তির, তবে, সেই আঘাতেরও একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে-
ক. কাজটি উক্ত ব্যক্তির উপকারার্থে হতে হবে, হতে পারে শারিরীক বা অন্য রকম উপকার।
খ. কাজটি সরল বিশ্বাসে করা হবে।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে, রোগী ডাক্তারের নিকট নিজেকে সমর্পন করে, তখন সেই রোগী তার উপকারার্থে ডাক্তারকে যেকোনো কাজ করার অনুমতি দেয়।

উক্ত ধারার আলোকে ঘটনাটি বিশ্লেষণ করা হলে, দেখা যায় যে, 'ক' ব্যথার জন্য ডাক্তারের শরনাপন্ন হন, অর্থাৎ নিজেকে সমর্পণ করেন এবং তার চিকিৎসার জন্য যে কোনো কাজ করার জন্য প্রত্যক্ষ ও প্ররোক্ষ অনুমতি দিয়েছেন। ডাক্তার রোগীর মঙ্গলার্থে সদবিশ্বাসে অস্ত্রপচার করেন। রোগী মারা যান। এক্ষেত্রে দণ্ডবিধির ধারা ৮৮ অনুসারে ডাক্তারের কাজটি অপরাধ নয়।

প্রশ্ন নং : ৬

চুরি, বলপূর্বক আদায়, দস্যুতা ও ডাকাতির সংজ্ঞা কী? চুরি ও বলপূর্বক আদায় এবং দস্যুতা ও ডাকাতির মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা করুন। [Define theft, extortion, robbery and dacoity. Distinguish theft from extortion and robbery from dacoity with examples.] [বার : ২০১১ + বার ২০০৮, ফেব্রুয়ারি – বার : ২০০৬, ফেব্রুয়ারি + বার : ২০০৩]

৬ নং প্রশ্নের উত্তর :

চুরির সংজ্ঞা :

দণ্ডবিধির ৩৭৮ ধারায় 'চুরি' সংজ্ঞায়িত হয়েছে। এই ধারা অনুসারে কারো দখল থেকে তার সম্মতি ছাড়া কোনো অস্থাবর সম্পত্তি অসাধুভাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে স্থানান্তর করে তবে তা চুরি [Theft] বলে গণ্য হবে। মাটির সাথে সংযুক্ত কোনো বিষয়বস্তু যখন চুরির উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন করা হয় সেটাও চুরির সংজ্ঞায় অন্তর্ভূক্ত। এমনকি কোনো উপায়ে কোনো পশুকে হাঁটিয়ে বা গতি সৃষ্টি করে স্থানান্তর করে চুরির সকল উপাদানসমেত সেটাও চুরির অন্তর্ভূক্ত। Pratula Saikia V State of Assam, 2012, CRLJ মামলায় নিম্নলিখিত উপাদানগুলোর আবশ্যিকতা উল্লেখ করা আছে চুরি সংঘটন প্রসঙ্গে যা নিম্নরূপ –

১. সম্পত্তিটি অসাধুভাবে গ্রহণ
২. সম্পত্তিটি অবশ্যই অস্থাবর সম্পত্তি হতে হবে
৩. এটি অন্যের দখল হতে নিজের দখলে নিতে হবে
৪. অবশ্যই অন্যের সম্মতি ছাড়া নিতে হবে
৫. নিজের দখলে নেবার জন্য স্থানান্তর করতে হবে সম্পত্তিটি।

তবে, ৩৭৮ ধারাটিতে চুরির সংজ্ঞায় ৫টি ব্যাখ্যা অংশ এবং ১৬টি উদাহরণ আছে যেগুলো কিনা চুরির সংজ্ঞাকে একই সাথে বিস্তৃত এবং সুনির্দিষ্ট করেছে। এর মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো – মাটির সাথে যুক্ত থাকে বিধায় এমন কোনো স্থাবর সম্পত্তি, যেমন গাছ, সেটিকে মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা মাত্রই তা চুরির করার বস্তু বলে গণ্য হবে।

বলপূর্বক গ্রহণের সংজ্ঞা :

দণ্ডবিধির ৩৮৩ ধারায় 'বলপূর্বক গ্রহণ' সংজ্ঞায়িত হয়েছে। এই ধারা অনুসারে ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে জখম হবার ভয়ে (in fear of any injury) অভিভূত করে তার সম্পত্তি, মূল্যবান বা স্বাক্ষরিত জামানত ইত্যাদি অর্পণে অসাধুভাবে বাধ্য করে (dishonestly induces) তবে তা বলপূর্বক গ্রহণ হবে। এর আবশ্যকীয় ২টি উপাদান হলো -

১. ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে জখমের ভয় দেখানো; এবং
২. অসাধুভাবে কোনো সম্পত্তি বা মূলব্যান জামানত অর্পণ করতে বাধ্য করা।

দস্যুতার সংজ্ঞা :
দণ্ডবিধির ৩৯০ ধারা অনুযায়ী দস্যুতার সংজ্ঞায় বলা আছে - প্রত্যেক দস্যুতায় হয় চুরি, নয়তো বলপূর্বক সম্পত্তি আদায়ের অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে চুরি বা বলপূর্বক গ্রহণ যখন আরো তীব্রতা বা সহিংসতা নিয়ে সংঘটিত হয় তখনই তা দস্যুতা বলে গণ্য হবে। উক্ত চুরি বা বলপূর্বক গ্রহণ কোন কোন ক্ষেত্রে দস্যুতায় পরিণত হবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে বলা আছে খোদ ধারাতেই। চুরির সময়ে বা বলপূর্বক গ্রহণের সময়ে যখন কোনো লোকের মৃত্যু, আঘাত বা অন্যায় নিয়ন্ত্রণ ঘটানোর চেষ্টা করা হয় তখনই তা দস্যুতা হবে।

ডাকাতির সংজ্ঞা : দণ্ডবিধির ৩৯১ ধারা অনুসারে ডাকাতির সংজ্ঞায় বলা আছে যে, ৫ বা ততোধিক লোক কোনো দস্যুতা সংঘটিত করলে বা তা করার উদ্যোগ নিলেই সেই দস্যুতাকে ডাকাতি বলা হবে। এখানে প্রত্যেকটি লোকই ডাকাতি করেছে বলে গণ্য হবে। অপরাধীর সংখ্যা ছাড়া দস্যুতা ও ডাকাতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, ডাকাতিতে দস্যুতার সকল উপাদানই বিদ্যমান থাকে। ৩৯৫ ধারায় ডাকাতির সাজা হিসেবে যাবজ্জীবন বা ১০ বছরের সর্বোচ্চ কারাদণ্ডের উল্লেখ আছে। অন্যদিকে, ৩৯৬ ধারায় খুনসহকারে ডাকাতি প্রসঙ্গে বলা আছে যে, ডাকাতদলের কারো কর্তৃক কোনো খুনের ঘটনায় তাদের প্রত্যেকেই সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। এই ধারাটি প্রয়োগের সময় বিধিটির ১৪৯ ধারা মোতাবেক সাধারণ উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় নেওয়া হয়।

চুরি ও বলপূর্বক গ্রহণের পার্থক্যসমূহ

প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত চুরি ও বলপূর্বক গ্রহণের প্রধান পার্থক্যসমূহ নিচে দেয়া হলো :

১. দণ্ডবিধির ৩৭৮ ধারায় চুরির সংজ্ঞা দেয়া আছে, অন্যদিকে বলপূর্বক আদায়ের সংজ্ঞা দেয়া আছে ৩৮৩ ধারায়।

২. চুরির বিষয়বস্তু প্রধানত অস্থাবর সম্পত্তি হবে, পক্ষান্তরে বলপূর্বক সম্পত্তি আদায়ের আওতায় স্থাবর ও অস্থাবর যেকোনো ধরনের সম্পত্তিই হতে পারে।

৩. অন্যের অসম্মতিতে এবং আড়ালে চুরির অপরাধটি সংঘটিত হয়; পক্ষান্তরে, বলপূর্বক আদায়ের সময় অন্যের চোখের সামনেই সম্পত্তি অর্পণে অসাধুভাবে বাধ্য করা (dishonestly induces) হয় ভয়ভীতি দেখিয়ে।

৪. চুরিতে ভয়ভীতি বা শক্তি প্রয়োগ সাধারণভাবে ঘটে না কিন্তু বলপূর্বক আদায়ে ভয়ভীতি বা শক্তিপ্রয়োগ একটি আবশ্যকীয় উপাদান।

৫. চুরির মাধ্যমে সম্পত্তি গ্রহণের জন্য অবশ্যই বস্তুটি স্থানান্তর করতে হবে কিন্তু বলপূর্বক আদায়ে সম্পত্তি স্থানান্তর না করলেও চলে, যেমন - জমির দলিলে স্বাক্ষর নেয়া।

দস্যুতা ও ডাকাতির পার্থক্যসমূহ

প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত দস্যুতা ও ডাকাতির প্রধান পার্থক্যসমূহ নিচে দেয়া হলো :

১. দস্যুতার সংজ্ঞা দেয়া আছে দণ্ডবিধির ৩৯০ ধারায়, অপরদিকে ডাকাতির সংজ্ঞা দেয়া আছে ৩৯১ ধারায়।

২. দস্যুতার ক্ষেত্রে অপরাধীর সর্বোচ্চ সংখ্যা ৪ জন পর্যন্ত হতে পারে, কিন্তু উক্ত দস্যুতা যখন ৫ বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হবে তখন তা ডাকাতি হবে। দস্যুতা ও ডাকাতির এই সংখ্যাগত পার্থক্যটি একেবারে মৌলিক বা মূল বৈশিষ্ট্যসূচক।

৩. দস্যুতা অপরাধটি চুরি ও বলপূর্বক গ্রহণ থেকে গুরুতর, অন্যদিকে ডাকাতি অপরাধটি, দস্যুতা অপরাধটি থেকে আরো গুরুতর।

৪. দস্যুতা যৌথ অপরাধ হতে পারে আবার নাও পারে বা ১ জনের দ্বারাই সংঘটিত হতে পারে, কিন্তু ডাকাতি আবশ্যিকভাবে ৫ বা ততোধিক লোকের যৌথ অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫. দণ্ডবিধির ৩৯২ ধারা অনুযায়ী শুধুমাত্র দস্যুতার শাস্তি সাধারণভাবে ১০ বছর পর্যন্ত হতে পারে, তবে সূর্যাস্তের পরে ও সূর্যোদয়ের আগে অর্থাৎ রাতের বেলায় রাজপথে দস্যুতার শাস্তি সর্বোচ্চ ১৪ বছর পর্যন্ত হতে পারে; অন্যদিকে ৩৯৫ ধারা অনুযায়ী ডাকাতির সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন পর্যন্ত হতে পারে।

এই প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে নির্দেশনা :

১. এই প্রশ্নটি কোনো মানসম্মত প্রশ্ন নয় আমাদের বিবেচনামতে। এটাকে আরো ক্রিয়েটিভ করে সাজানো সম্ভব। খুব টিপিক্যাল পার্থক্য টাইপ প্রশ্ন এটা।

২. তবুও এই প্রশ্ন যেহেতু এসেছে, সেজন্য আমাদেরকে এটা পড়তে হচ্ছে। উত্তরটি সহজ আছে। ৩৭৮ থেকে ৪০২ পর্যন্ত ভালো করে ধারাগুলো একবার মূল ধারাগুলো পড়ে নিলে ভালো করবেন।

৩. পরীক্ষার জন্য এই প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেয়া এই নোটে ৬৪৭টি শব্দ আছে এবং এই শব্দসংখ্যা সময়ের বিবেচনায় এবং অ্যাভারেজ শিক্ষার্থীদের জন্য পারফেক্ট।

৪. এই প্রশ্নের উত্তর পরের দিকে লেখার চেষ্টা করবেন।

প্রশ্ন নং : ৭

টীকা লিখুন : [বার : ২০১০ + বার : ২০০৯]
ক. চুরি
খ. ডাকাতি

চুরি প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত টীকা

দণ্ডবিধির ৩৭৮ ধারায় 'চুরি' সংজ্ঞায়িত হয়েছে। এই ধারা অনুসারে কারো দখল থেকে তার সম্মতি ছাড়া কোনো অস্থাবর সম্পত্তি অসাধুভাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে স্থানান্তর করে তবে তা চুরি [Theft] বলে গণ্য হবে। মাটির সাথে সংযুক্ত কোনো বিষয়বস্তু যখন চুরির উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন করা হয় সেটাও চুরির সংজ্ঞায় অন্তর্ভূক্ত। এমনকি কোনো উপায়ে কোনো পশুকে হাঁটিয়ে বা গতি সৃষ্টি করে স্থানান্তর করে চুরির সকল উপাদানসমেত সেটাও চুরির অন্তর্ভূক্ত। Pratula Saikia V State of Assam, 2012, CRLJ মামলায় নিম্নলিখিত উপাদানগুলোর আবশ্যিকতা উল্লেখ করা আছে চুরি সংঘটন প্রসঙ্গে যা নিম্নরূপ –

১. সম্পত্তিটি অসাধুভাবে গ্রহণ
২. সম্পত্তিটি অবশ্যই অস্থাবর সম্পত্তি হতে হবে
৩. এটি অন্যের দখল হতে নিজের দখলে নিতে হবে
৪. অবশ্যই অন্যের সম্মতি ছাড়া নিতে হবে
৫. নিজের দখলে নেবার জন্য স্থানান্তর করতে হবে সম্পত্তিটি।

চুরির সংজ্ঞায় ৫টি ব্যাখ্যা যুক্ত করা আছে, যেগুলোর বর্ণনামতে নিম্নোক্ত বিশেষ ঘটনাবলীতেও চুরি সংঘটিত হতে পারে।
ক. কোনো স্থাবর সম্পত্তি মাটিতে যুক্ত থাকার পরে সেটিকে বিচ্ছিন্ন করা মাত্রই সেটি চুরি করা যেতে পারে, যেমন গাছ কেটে সেটিকে মাটি হতে বিচ্ছিন্ন করা।
খ. কোনো পশুকে ভিন্ন পথে হাটিয়ে বা গতি সৃষ্টি করে কোনো বস্তু স্থানান্তর করাও চুরির অন্তর্ভুক্ত। যেমন, 'ক' একটি মালবোঝাই গরুর গাড়ি অসৎ উদ্দেশ্যে এমন দিকে চালিত করল যেন সে সুযোগ বুঝে মালামাল সরাতে পারে। গরুর গাড়ীটি তার দেখানো দিকে চলতে শুরু করবে সাথে সাথে 'ক' চুরি করেছে বলে গণ্য হবে।

চুরির সাজা সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাদণ্ড [৩৭৯ ধারামতে]। কিন্তু, বাসগৃহে বা সম্পত্তি হেফাজতের স্থান থেকে চুরি করলে সর্বোচ্চ সাজা ৭ বছরের কারাদণ্ড [৩৮০ ধারামতে]। অন্যদিকে, কোনো কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক মালিকের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি চুরি করলে তার সাজাও সর্বোচ্চ ৭ বছরের কারাদণ্ড [৩৮১ ধারামতে]। এছাড়া, চুরির উদ্দেশ্যে মৃত্যু ঘটানো, আঘাত করা বা আটকানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করে চুরি সংঘটিত করলে তার সর্বোচ্চ সাজা ১০ বছরের কারাদণ্ড [৩৮২ ধারামতে]।

ডাকাতি প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত টীকা

দণ্ডবিধির ৩৯১ ধারা অনুসারে ডাকাতির সংজ্ঞায় বলা আছে যে, ৫ বা ততোধিক লোক কোনো দস্যুতা সংঘটিত করলে বা তা করার উদ্যোগ নিলেই সেই দস্যুতাকে ডাকাতি বলা হবে। এখানে প্রত্যেকটি লোকই ডাকাতি করেছে বলে গণ্য হবে।
আমরা জানি, দস্যুতায় হয় চুরি, নয়তো বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধটি থাকে এবং এই দুইটি অপরাধের মাত্রাগত তারতম্যতেই দস্যুতা সংঘটিত হয়। অন্যদিকে, দস্যুতাতেই যখন ৫ বা ততোধিক লোক থাকে তখনই সেটি ডাকাতি বলে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ, ডাকাতিতেও মূলত হয় চুরি নয়তো বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধটি সংঘটিত হতে হয় প্রাথমিকভাবে। কিন্তু, তার তীব্রতা অনেক বেশি থাকে, ফলে এটি এই অপরাধগুলোর ভেতরে গুরুতর অপরাধ। অন্যদিকে, অপরাধীর সংখ্যা ছাড়া দস্যুতা ও ডাকাতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, ডাকাতিতে দস্যুতার সকল উপাদানই বিদ্যমান থাকে।

৩৯৫ ধারায় ডাকাতির সাজা হিসেবে যাবজ্জীবন বা ১০ বছরের সর্বোচ্চ কারাদণ্ডের উল্লেখ আছে। অন্যদিকে, ৩৯৬ ধারায় খুনসহকারে ডাকাতি প্রসঙ্গে বলা আছে যে, ডাকাতদলের কারো কর্তৃক কোনো খুনের ঘটনায় তাদের প্রত্যেকেই সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। এই ধারাটি প্রয়োগের সময় বিধিটির ১৪৯ ধারা মোতাবেক সাধারণ উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। এছাড়াও ৩৯৭ থেকে ৪০২ পর্যন্ত [৪০১ ধারা ব্যতীত] ডাকাতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, ডাকাতির প্রস্তুতি, ডাকাতির উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া ইত্যাদির সাজাসমূহ বর্ণিত আছে।

এই প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে নির্দেশনা :

১. এই প্রশ্নে চুরির টীকায় প্রায় ৩০০ শব্দ এবং ডাকাতির সংজ্ঞায় প্রায় ২০০ শব্দ আছে।

২. যদি টীকা সংক্রান্ত প্রশ্ন আসে দণ্ডবিধি থেকে তাহলে এই দুইটির মধ্যে একটি, বিশেষত চুরি সংক্রান্ত টীকা আসার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

প্রশ্ন নং : ৮
কয়েকজন ডাকাত 'ক' এর বাড়ীতে ডাকাতি করে, সে সময় 'ক' বাধা দিলে 'খ' ব্যতীত অন্য ডাকাতগণ 'ক' কে হত্যা করতে উদ্যত হয়। 'খ' তাদেরকে নিষেধ করে। কিন্তু অন্য ডাকাতগণ শেষ পর্যন্ত 'ক' কে হত্যা করে। এক্ষেত্রে 'খ' এর শাস্তি হবে কি? সংশ্লিষ্ট বিধান উল্লেখপূর্বক যুক্তিসহ উত্তর দিন। [জুডি. : ২০১০]

৮ নং প্রশ্নের উত্তর :
কয়েকজন ডাকাত 'ক' এর বাড়িতে ডাকাতি করতে গেলে 'ক' বাঁধা দেয় তাদের 'খ' ছাড়া বাকি সব ডাকাতরা 'ক' কে মেরে ফেলার জন্য উদ্যত হয়।'খ' যদিও তাদেরকে নিষেধ করে তারপরও তারা 'ক' কে হত্যা করে। তারা দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারা অনুসারে অপরাধে অভিযুক্ত হবেন। ৩৯৬ ধারাটি এক্ষেত্রে যথেষ্ট হলেও যৌথ দায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারাটিও বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারানুযায়ী, যদি পাঁচ বা ততোধিক ব্যাক্তি যদি একত্রে ডাকাতি করতে গিয়ে তাদের মধ্যে যদি একজনও ডাকাতি করার সময় কাউকে হত্যা করে তবে সেই অপরাধের দায়ে ঐ দলের প্রত্যেককে দোষী করা হবে। যদিও খুন করার পেছনে দলের বাকিদের উদ্দেশ্য বা সহায়তা নাও থেকে থাকে, এ ধরনের অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দশ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত হতে পারে এবং অর্থদণ্ডও প্রদান করা যেতে পারে, যা কিনা উক্ত ডাকাতদলের প্রত্যেকের জন্যই প্রযোজ্য হবে। বস্তুত, এই ৩৯৬ ধারাটিতে ১৪৯ ধারাটির 'সাধারণ উদ্দেশ্য'র ধারণাটি একত্র করেই বলা আছে।

দণ্ডবিধির ধারা ১৪৯ অনুসারে, যদি কোনো বেআইনী সমাবেশের কোনো সদস্য (পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি নিয়ে সমাবেশটি গঠিত হবে) সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যে পূরণ করতে গিয়ে কোনো অপরাধ করে তবে ঐ সমাবেশের প্রত্যেকে ঐ অপরাধের জন্য দোষী হবেন। যদিও ঐ অপরাধ করার যে উদ্দেশ্য সবার নাও থাকে তারপরও যে উদ্দেশ্যে অপরাধ করা হলো সেই উদ্দেশ্য পোষণ করলেই এ ধারার অধীন তার যৌথ দায় নির্ধারিত হবে।

প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনাটিতে দেখা যায় ডাকাতদলের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিলো ডাকাতি করা। ডাকাতিকে সফল করতে গিয়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে উক্ত ডাকাতদলের অন্য সদস্যরা। প্রশ্ন মোতাবেক 'খ' যদিও বাধা দিয়েছিলো তথাপি সেও দোষী হবে 'ক' এর খুনের দায়ে। কেননা, খুনটি করা হয়েছিল ডাকাতি সম্পন্ন করার উদ্দেশ্য আর 'খ' উক্ত বেআইনী সমাবেশের সদস্য হিসেবে নিজেও ডাকাতির উদ্দেশ্য পোষণ করছিল। উপরন্তু, সে নিষেধ করে থাকলেও সে ডাকাতদলের সদস্য যেই ডাকাতদল খুন করেছে একজনকে এবং খ সেখানে নিষেধ করলেও তা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। ফলে, এখানে খ একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

এই প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে নির্দেশনা :

১. এই উত্তরে ৩০৫টি শব্দ আছে। শব্দের পরিমাণ পারফেক্ট।

২. কোনো প্রশ্নের শেষাংশ হিসেবে আসতে পারে জুডিসিয়ারিতে আসা এই প্রশ্নটি।

প্রশ্ন নং : ৯

অপরাধমূলক নরহত্যা কী? হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নরহত্যা ও হত্যার পর্যায়ভুক্ত নয় এমন নরহত্যার পার্থক্য কি? সংশ্লিষ্ট আইন এর বিধান বিশ্লেষণপূর্বক উত্তর দিন। [বার : ২০০৯]

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

দণ্ডবিধিতে বর্ণিত অপরাধমূলক নরহত্যা বা Culpable homicide ২৯৯ ধারার বিষয়বস্তু হলেও এটিকে অন্যান্য ধারা ও ধারণার সাথে সম্পর্কিত করে বুঝে নিতে হয়। দণ্ডবিধিতে বেশ কয়েক রকমের নরহত্যা (homicide) এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সেগুলো থেকে পৃথক করার জন্যই অপরাধমূলক বা নিন্দনীয় (Culpable) হত্যা আলাদা করা হয়েছে।

অপরাধমূলক নরহত্যাকে বা Culpable homicide বোঝার সুবিধার্থে ফলে আমরা দেখে নিতে পারি যে অপরাধমূলক নয় এমন নরহত্যা বা Non-Culpable homicide বলতে কোনগুলোকে বোঝায়। দণ্ডবিধির চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত সাধারণ ব্যতিক্রমের আওতাধীন ধারাগুলোতে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, সেখানেও হত্যা সংক্রান্ত বেশ কিছু ধারা আছে, যেগুলো কিনা অপরাধমূলক নয় এমন নরহত্যা বা Non-Culpable homicide। মূল আলোচনায় যাবার সুবিধার্থে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকারভেদ আকারে তুলে ধরা হলো।

১. অপরাধমূলক নয় এমন নরহত্যা [Non-Culpable homicide] :

ক. সমর্থনযোগ্য নরহত্যা [Justifiable homicide]

খ. মাফযোগ্য নরহত্যা [Excusable homicide]

২. অপরাধমূলক নরহত্যা [Culpable homicide] :

ক. অপরাধমূলক নরহত্যা যা কিনা খুন নয় [৩০০ ধারা]

খ. অপরাধমূলক নরহত্যা যা কিনা খুন [৩০০ ধারা]

গ. উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে অপরাধমূলক নরহত্যা [৩০১ ধারা]

ঘ. অবহেলামূলক নরহত্যা [৩০৪ক ও ৩০৪খ]

ঙ. আত্মহত্যায় অপসহায়তা করে নরহত্যা [৩০৫ ও ৩০৬]

উপরোক্ত প্রকারভেদসমূহ বিবেচনায় নিলে দেখা যায় যে, দণ্ডবিধির ২৯৯ ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধমূলক নরহত্যা মূলত কোন ধরনের নরহত্যাগুলো অপরাধমূলক সেটিকে নির্দেশ করেছে এবং এ সংক্রান্তে এটি একটি পরিচিতিমূলক ধারা। এই অপরাধমূলক নরহত্যা কখন খুন বলে গণ্য হবে এবং কখন এটি খুন বলে গণ্য হবে না, তার বিস্তারিত পাওয়া যায় দণ্ডবিধির ৩০০ ধারায়।

আইন গ্রন্থ লেখকগণের ভেতর অবিসংবাদিত লেখক শ্রদ্ধেয় গাজী শামসুর রহমানের বর্ণনামতে ২৯৯ ধারাটির আবশ্যিক উপাদানসমূহ নিম্নরূপ –

১. মৃত্যু ঘটানো
২. কোনো কাজের দ্বারা
৩. মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় দ্বারা; অথবা
৪. এমন দৈহিক জখম ঘটানোর অভিপ্রায় যাতে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা থাকে; অথবা
৫. কোনো কাজ দ্বারা মৃত্যু ঘটতে পারে সেটি জ্ঞাত থাকা।

উপরোক্ত উপাদানসমূহের উপস্থিতিতে কোনো কাজের মাধ্যমে কারো মৃত্যু ঘটালে তা অপরাধমূলক নরহত্যা বলে গণ্য হবে।

২৯৯ ধারাটিতে তিনটি ব্যাখ্যা রয়েছে, যার মাধ্যমে অপরাধমূলক নরহত্যার ধারণাকে আরো বিস্তৃত ও একইসাথে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। যথা :

১. রোগগ্রস্থ মানুষের উপর আঘাত হেনে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করলে সেটিও অপরাধমূলক নরহত্যা বলে গণ্য হবে।
২. যেকোনো জখম যা কিনা চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রেও কারো মৃত্যু হলে সেটিও এই ধারার অধীন অপরাধমূলক নরহত্যা বলে গণ্য হবে।
৩. কোনো শিশু মাতৃগর্ভ হতে আংশিকভাবে জীবন্ত ভুমিষ্ঠ হলে এবং তার মৃত্যু ঘটালে সেটিও অপরাধমূলক নরহত্যা বলে গণ্য হবে।

দণ্ডবিধির ২৯৯ ও ৩০০ ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলো একত্রে বিবেচনা করলে এবং ধারা ৩০০ এর অধীন আলোচিত ব্যতিক্রম পড়লে দণ্ডনীয় নরহত্যার বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যায় যে, সামান্য কিছু বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতির জন্য সকল

দণ্ডনীয় নরহত্যা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত হয় না। বস্তুতপক্ষে, অপরাধমূলক নরহত্যা বা Culpable homicide দণ্ডবিধির অপরাধগুলোর ভেতরে একটি নির্দিষ্ট অপরাধ, কিন্তু তারই একটি শাখা হলো খুন বা murder। অন্যভাবে বলা যায় যে, এর দুইটি সুনির্দিষ্ট শাখা হলো নিম্নরূপ –

১. হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা [Culpable homicide amounting to murder] ও

২. হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন দণ্ডনীয় নরহত্যা [Culpable homicide not amounting to murder]

বিখ্যাত রেগ বনাম গোবিন্দ (১৮৭৬) আই.এল.আর ১, বোম্বে ৩৪২ মামলার রায়ে বিচারপতি মেলভিল জে কর্তৃক বর্ণিত পার্থক্যসহ প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত এই দুইটির পার্থক্য নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো –

১. সকল খুন নিন্দনীয় নরহত্যা কিন্তু সকল নিন্দনীয় নরহত্যাই খুন নয় : ক্রিমিনাল ল জার্নাল, ১৯৭২ এর [এআইআর (ইন্ডিয়া) কর্তৃক প্রকাশিত] জার্নালে এই দুইটি ধারণার পার্থক্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ''Every murder is culpable homicide, but not vice versa.''।

২. অভিপ্রায় : হত্যা করার উদ্দেশ্যবিহীন বা অভিপ্রায়হীনভাবে যদি কারও মৃত্যু ঘটানো হয় তবে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নিন্দনীয় নরহত্যা নয়। যদি হত্যার অভিপ্রায় নিয়েই কাউকে মেরে ফেলা হয় তবে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নিন্দীয় নরহত্যা হবে।

৩. মৃত্যুর নিশ্চয়তা: অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি এমন দৈহিক আঘাত করে যাতে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে (Likely to cause death) তবে, তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন নিন্দনীয় নরহত্যা হবে। কিন্তু, যদি আঘাতটি ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট (Sufficient to Cause death) হয়, তবে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নিন্দনীয় নরহত্যা।

৪. জেনে-শুনে আঘাত করা : যদি পরিবেশ-পরিস্থিতি এমন হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি জানত না যে, তার প্রদত্ত দৈহিক জখম মৃত্যু ঘটাতে পারে তবে তিনি হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন নিন্দনীয় নরহত্যা দায়ে দোষী হবেন। কিন্তু যদি পরিবেশ-পরিস্থিতি এমন হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি জানত যে, তার প্রদত্ত দৈহিক জখম ব্যক্তিটির মৃত্যু ঘটাতে পারে, তবে তিনি হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নিন্দনীয় নরহত্যা করেছেন বলে গণ্য হবে।

৫. আঘাতের ধরণ : যদি আঘাতের ধরণ এমন হয় যে, আঘাতটি মৃত্যু ঘটাতে পারে বা নাও ঘটাতে পারে তবে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন নিন্দনীয় নরহত্যা। আবার, যদি আঘাতের ধরণ এমন হয় যে, আঘাতটি মৃত্যু ঘটাবেই তবে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নিন্দনীয় নরহত্যা হবে।

৬. উত্তেজনাবশত বা উস্কানির [Provocation] কারণে কৃত কার্য : কারো দ্বারা আকস্মিক উস্কানির বা প্ররোচনার ফলে উক্ত প্ররোচনাকারীকে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তার নিজ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মৃত্যু ঘটালে সেটি হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন দণ্ডনীয় নরহত্যা বলে গণ্য হবে। অপরদিকে, কোনো প্ররোচনা ছাড়াই যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কারো মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে মৃত্যু ঘটানো হয় তাহলে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা বলে গণ্য হবে।

৭. আত্মরক্ষার অধিকারের সীমা অতিক্রম করা সংক্রান্তে পার্থক্য : আত্মরক্ষার অধিকারের সীমা, বিশেষত যখন কিনা এক্ষেত্রে কাউকে হত্যা করা যায়না, সেরূপ ক্ষেত্রে যতটুকু ক্ষতিসাধন করা যায় তার অপেক্ষা বেশি অধিকার প্রয়োগ করে পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত কারো মৃত্যু ঘটানো হলে, তখন তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন দণ্ডনীয় নরহত্যা বলে গণ্য হবে। অপরদিকে, আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে কারো মৃত্যু ঘটানো হলে তখন তাকে হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা বলে গণ্য করা হয়।

৮. আইনানুগ ক্ষমতার অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে : কোনো সরকারী কর্মচারী যদি তাকে প্রদত্ত ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে সরল মনে এবং দুরভিসন্ধি ছাড়াই [without ill-will] কারো মৃত্যু ঘটায় তাহলে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন দণ্ডনীয় নরহত্যা। কিন্তু, যদি এর ব্যতয় ঘটে তাহলে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা।

৯. পূর্বপরিকল্পনার উপস্থিতি-অনুপস্থিতি : পূর্বপরিকল্পনা

ছাড়াই যদি আকস্মিক বিবাদের সময় উত্তেজনার কারণে এবং কোনো অন্যায় সুযোগ [Undue advantage] গ্রহণ না করে কারো মৃত্যু সংঘটিত হয় সেক্ষেত্রে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন দণ্ডনীয় নরহত্যা বলে গণ্য হবে। কিন্তু, যদি সেখানে পূর্ব-পরিকল্পনামাফিক এমন হত্যা সংঘটিত হয় তবে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা বলে গণ্য হবে।

১০. শাস্তির ক্ষেত্রে পার্থক্য : দণ্ডবিধির ধারা ৩০৪ অনুসারে হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন নিন্দনীয় নরহত্যার সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দশ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড। অন্যদিকে, আবার দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ অনুযায়ী, হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নিন্দনীয় নরহত্যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

পরিশেষে একটি উদাহরণের মাধ্যমে এই দুইটির পার্থক্য স্পষ্ট করা হলো।

উদাহরণ : যদি ক একটি ধারালো ছুরি দিয়ে খ এর মাথায় আঘাত করে মৃত্যু ঘটায় তবে তা খুন বা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা [Culpable homicide amounting to murder]। অপরপক্ষে ক যদি একটি লাঠি দিয়ে খ মাথা ফাটিয়ে দেয় এবং এর ফলে খ এর মৃত্যু ঘটে তবে এখানে ক হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন নরহত্যার জন্য [Culpable homicide not amounting to murder] দায়ী হবে। প্রথম ক্ষেত্রে আঘাতের প্রকৃতি এবং আঘাত করার অস্ত্রই এমন ছিলো যে, মৃত্যু ঘটাবেই বা মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক; যা কিনা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ছিলো না বা অনুপস্থিত।

এই প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে নির্দেশনা

১. এই প্রশ্নের প্রথম অংশে ৩৬৬টি শব্দ আছে; অন্যদিকে দ্বিতীয় অংশে ৭৬৩টি শব্দ আছে। দুইটি মিলে ১১২৯টি শব্দ আছে। আমাদের প্রত্যাশিত উত্তর থেকে এটি অনেক বড়! এক্ষেত্রে, আমাদের মনে হয় প্রশ্ন হিসেবে সম্ভবত শুধুই দ্বিতীয় অংশটিই আসবে। তবুও যদি প্রথম অংশসহ হুবহু আসে সেক্ষেত্রে এই উত্তরটি পরিহার করা ভালো। আর যদি লিখতেই হয় – তাহলে অন্য প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে যদি সময় কিছু কিছু করে বাঁচাতে পারেন তাহলে এই প্রশ্নের জন্য ৩৬ মিনিটের জায়গায় ৬০ মিনিট তথা এক ঘণ্টা বরাদ্দ রাখা উচিত হবে।

২. ৬০ মিনিট বরাদ্দ করতে একটু কষ্ট হলেও মনে রাখবেন, এই প্রশ্নের উত্তরটি বাজারের যেকোনো বই থেকে শুদ্ধ এবং পারফেক্ট।

৩. আরো অনেক কথা আছে এই উত্তর সম্পর্কে। কিন্তু, এ বছরে রাশিফল নাকি আমার ভালো না! কারো পায়ে পাড়া দিতে নিষেধ আছে! :)

৪. তবে, উত্তরের যুক্তিবিন্যাসের কারণসমূহ বিস্তারিত বলা আছে এর ঠিক পরের [১০ নং প্রশ্নের] প্রশ্নের নির্দেশনায়। আশা করি, ২৯৯ ও ৩০০ ধারাকে উপলব্ধি করতে সেখানে সামান্য দুইটি প্যারা আপনার কাজে দেবে। দেখুন।

প্রশ্ন নং : ১০
দণ্ডবিধির ২৯৯ ও ৩০০ ধারাসমূহে সংজ্ঞায়িত অপরাধসমূহের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো উদাহরণসহ আলোচনা করুন। [বার : ২০০৮, ডিসেম্বর + বার : ২০১০ + বার : ২০১২ + বার : ২০১৫]

১০ নং প্রশ্নের উত্তর
দণ্ডবিধির ২৯৯ ও ৩০০ ধারাসমূহে প্রধানত অপরাধমূলক বা নিন্দনীয় নরহত্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচ্য যে, দণ্ডবিধি অনুসারে বেশ কিছু নরহত্যা রয়েছে যেগুলো কিনা আইন দ্বারা সমর্থনযোগ্য অথবা ক্ষমাযোগ্য, যেমন – আদালতের রায় অনুসরণে করা কোনো কাজের মাধ্যমে মৃত্যু ঘটানো অথবা নিজ দেহের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কারো মৃত্যু ঘটানো ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো মূলত দণ্ডবিধির চতুর্থ অধ্যায়ে 'সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ' শিরোনামে বিধৃত আছে ৭৬ থেকে ১০৬ ধারা পর্যন্ত। এই অংশে বিভিন্ন কারণে মানুষের মৃত্যু হবার ঘটনা প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত আছে যেগুলোকে কিনা এককথায় – নিরপরাধমূলক নরহত্যা বা Non-Culpable Homicide বলা চলে।

বস্তুতপক্ষে এইসব নিরপরাধমূলক নরহত্যা থেকে পৃথক করার জন্য দণ্ডবিধির ২৯৯ ধারায় সাধারণভাবে অপরাধমূলক নরহত্যা বলতে কী বোঝায় তা বর্ণিত আছে এবং এ বিষয়ে এটি একটি পরিচিতিমূলক ধারা মাত্র। বস্তুতপক্ষে, অপরাধমূলক নরহত্যা বা Culpable homicide দণ্ডবিধির অপরাধগুলোর ভেতরে একটি নির্দিষ্ট অপরাধ, কিন্তু তারই একটি শাখা হলো খুন বা murder। অন্যভাবে বলা যায় যে, এর দুইটি সুনির্দিষ্ট শাখা হলো নিম্নরূপ –
১. হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা [Culpable homicide amounting to murder] ও
২. হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন দণ্ডনীয় নরহত্যা [Culpable homicide not amounting to murder]

প্রশ্নে বর্ণিত ২৯৯ ও ৩০০ ধারার পার্থক্য জানতে চাওয়ার মধ্যে দিয়ে এটাই জানতে চাওয়া হয়েছে যে, দণ্ডবিধির হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা এবং হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন দণ্ডনীয় নরহত্যা – এই দুইটির পার্থক্য। বিখ্যাত রেগ বনাম গোবিন্দ (১৮৭৬) আই.এল.আর ১, বোম্বে ৩৪২ মামলার রায়ে বিচারপতি মেলভিল জে কর্তৃক বর্ণিত পার্থক্যসহ প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত এই দুইটির পার্থক্য নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো –

১. সকল খুন নিন্দনীয় নরহত্যা কিন্তু সকল নিন্দনীয় নরহত্যাই খুন নয় : ক্রিমিনাল ল জার্নাল, ১৯৭২ এর [এআইআর (ইন্ডিয়া) কর্তৃক প্রকাশিত] জার্নালে এই দুইটি ধারণার পার্থক্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ''Every murder is culpable homicide, but not vice versa.''।

২. অভিপ্রায় : হত্যা করার উদ্দেশ্যবিহীন বা অভিপ্রায়হীনভাবে যদি কারও মৃত্যু ঘটানো হয় তবে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নিন্দনীয় নরহত্যা নয়। যদি হত্যার অভিপ্রায় নিয়েই কাউকে মেরে ফেলা হয় তবে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নিন্দীয় নরহত্যা হবে।

৩. মৃত্যুর নিশ্চয়তা: অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি এমন দৈহিক আঘাত করে যাতে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে (Likely to cause death) তবে, তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন নিন্দনীয় নরহত্যা হবে। কিন্তু, যদি আঘাতটি ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট (Sufficient to Cause death) হয়, তবে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নিন্দনীয় নরহত্যা।

৪. জেনে-শুনে আঘাত করা : যদি পরিবেশ-পরিস্থিতি এমন হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি জানত না যে, তার প্রদত্ত দৈহিক জখম মৃত্যু ঘটাতে পারে তবে তিনি হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন নিন্দনীয় নরহত্যা দায়ে দোষী হবেন। কিন্তু যদি পরিবেশ-পরিস্থিতি এমন হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি জানত যে, তার প্রদত্ত দৈহিক জখম ব্যক্তিটির মৃত্যু ঘটাতে পারে, তবে তিনি হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নিন্দনীয় নরহত্যা করেছেন বলে গণ্য হবে।

৫. আঘাতের ধরণ : যদি আঘাতের ধরণ এমন হয় যে, আঘাতটি মৃত্যু ঘটাতে পারে বা নাও ঘটাতে পারে তবে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন নিন্দনীয় নরহত্যা। আবার, যদি আঘাতের ধরণ এমন হয় যে, আঘাতটি মৃত্যু ঘটাবেই তবে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নিন্দনীয় নরহত্যা হবে।

৬. উত্তেজনাবশত বা উস্কানির [Provocation] কারণে কৃত কার্য : কারো দ্বারা আকস্মিক উস্কানির বা প্ররোচনার ফলে উক্ত প্ররোচনাকারীকে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তার নিজ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মৃত্যু ঘটালে সেটি হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন দণ্ডনীয় নরহত্যা বলে গণ্য হবে। অপরদিকে, কোনো প্ররোচনা ছাড়াই যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কারো মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে মৃত্যু ঘটানো হয় তাহলে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা বলে গণ্য হবে।

৭. আত্মরক্ষার অধিকারের সীমা অতিক্রম করা সংক্রান্তে পার্থক্য : আত্মরক্ষার অধিকারের সীমা, বিশেষত যখন কিনা এক্ষেত্রে কাউকে হত্যা করা যায়না, সেরূপ ক্ষেত্রে যতটুকু ক্ষতিসাধন করা যায় তার অপেক্ষা বেশি অধিকার প্রয়োগ করে পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত [without premeditation] কারো মৃত্যু ঘটানো হলে, তখন তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন দণ্ডনীয় নরহত্যা বলে গণ্য হবে। অপরদিকে, আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে কারো মৃত্যু ঘটানো হলে তখন তাকে হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা বলে গণ্য করা হয়।

৮. আইনানুগ ক্ষমতার অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে : কোনো সরকারী কর্মচারী যদি তাকে প্রদত্ত ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে সরল মনে এবং দুরভিসন্ধি ছাড়াই [without ill-will] কারো মৃত্যু ঘটায় তাহলে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন দণ্ডনীয় নরহত্যা। কিন্তু, যদি এর ব্যতয় ঘটে তাহলে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা।

৯. পূর্বপরিকল্পনার উপস্থিতি-অনুপস্থিতি : পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই যদি আকস্মিক বিবাদের সময় উত্তেজনার কারণে এবং কোনো অন্যায় সুযোগ [Undue advantage] গ্রহণ না করে কারো মৃত্যু সংঘটিত হয় সেক্ষেত্রে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন দণ্ডনীয় নরহত্যা বলে গণ্য হবে। কিন্তু, যদি সেখানে পূর্ব-পরিকল্পনামাফিক এমন হত্যা সংঘটিত হয় তবে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা বলে গণ্য হবে।

১০. শাস্তির ক্ষেত্রে পার্থক্য : দণ্ডবিধির ধারা ৩০৪ অনুসারে হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন নিন্দনীয় নরহত্যার সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দশ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড। অন্যদিকে, আবার দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ অনুযায়ী, হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নিন্দনীয় নরহত্যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

পরিশেষে একটি উদাহরণের মাধ্যমে এই দুইটির পার্থক্য স্পষ্ট করা হলো।

উদাহরণ : যদি ক একটি ধারালো ছুরি দিয়ে খ এর মাথায় আঘাত করে মৃত্যু ঘটায় তবে তা খুন বা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা [Culpable homicide amounting to murder]। অপরপক্ষে ক যদি একটি লাঠি দিয়ে খ মাথা ফাটিয়ে দেয় এবং এর ফলে খ এর মৃত্যু ঘটে তবে এখানে ক হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন নরহত্যার জন্য [Culpable homicide not amounting to murder] দায়ী হবে। প্রথম ক্ষেত্রে আঘাতের প্রকৃতি এবং আঘাত করার অস্ত্রই এমন ছিলো যে, মৃত্যু ঘটাবেই বা মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক; যা কিনা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ছিলো না বা অনুপস্থিত।

এই প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশনা :
এই উত্তরটি পূর্বতন ৯ নং প্রশ্নের অনুসারেই লিখতে হবে, যেখানে হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নরহত্যা এবং হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন নরহত্যার পার্থক্য বর্ণিত আছে, সেই অংশটুকু। কিন্তু সে সম্পর্কে নিচের যুক্তিবিন্যাসটি ভালোভাবে বুঝে রাখুন। ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর কেন এমনতর হলো সেটা সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা বেসিক আইডিয়া হবে।

১. প্রশ্নটি সম্পর্কে : বার কাউন্সিলের পরীক্ষায় আসা এই প্রশ্নটি [১০ নং প্রশ্নটি] এবারের সাজেশন হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, এই প্রশ্নটি ৯ নং প্রশ্নের আদলে আসে তাহলে সেভাবেই লিখতে হবে যা ৯ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে। কিন্তু, উপরোক্ত ১০ নং প্রশ্নের আকারে এলে আরেকটু ভিন্নভাবে বিষয়টিকে ঘুরিয়ে ৯ নং প্রশ্নের উত্তরের ভাষায় রূপান্তর করে নিতে হবে যা ইতিমধ্যে উত্তরটিতে লিখেই দিয়েছি।

অনেক লেখক [একাডেমিক ও গাইড বই লেখকগণ, উভয়েই] তাঁদের বইয়ে ২৯৯ ও ৩০০ ধারার পার্থক্য

আকারে বিষয়গুলোকে হাজির করেছেন যা মূলত ভুল। কার্যত, ২৯৯ ও ৩০০ ধারার পার্থক্য আসলে কোনো বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না। একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হতে পারে যে, নিন্দনীয় নরহত্যা যা কিনা খুন এবং নিন্দনীয় নরহত্যা যা কিনা খুন নয় – এর মাঝে পার্থক্য করা। কেন?!

কেননা, ২৯৯ ধারা মূলত জীবন সম্পর্কে বা জীবননাশ সম্পর্কে একটি পরিচিতিমূলক ধারা। ২৯৯ ধারার শিরোনাম 'নিন্দনীয় নরহত্যা' বা Culpable Homicide হলেও এই ধারায় যেটুকুই বর্ণিত আছে তার সবই এমন ধরনের নিন্দনীয় নরহত্যা যা কিনা খুন [Culpable homicide amounting to murder] বলে পরিগণিত হয়। অপরদিকে, 'খুন' বা murder শিরোনামে মূলত খুন বলে গণ্য হবে এমন নরহত্যার বর্ণনা আছে শুরুতেই এবং তারওপরে একইসাথে 'খুন' এর ব্যতিক্রম হিসেবে ৫টি ক্ষেত্রের কথা সরাসরি উল্লেখে বলা হয়েছে যে, নিন্দনীয় নরহত্যা যা কিনা খুন হিসেবে বিবেচিত হবে না [Culpable homicide not amounting to murder] – তার কথা।

ফলে, দেখা যায় যে, নিন্দনীয় নরহত্যা যা কিনা খুন [Culpable homicide amounting to murder] হিসেবে বিবেচিত হবে এবং নিন্দনীয় নরহত্যা যা কিনা খুন হিসেবে বিবেচিত হবে না [Culpable homicide not amounting to murder] – এই দুইটি প্রকারের প্রকৃত বা আসল বর্ণনা মূলত ৩০০ ধারাতেই দেওয়া আছে; অন্যদিকে ২৯৯ ধারায় শুধুই 'নিন্দনীয় নরহত্যা' শিরোনামে যা বলা আছে তা মূলত অন্যান্য নরহত্যা (যেমন, আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ বা অন্যান্য আইন অনুমোদিত নরহত্যা – আমি এগুলোকে [Non-Culpable Homicide বলে অভিহিত করেছি) থেকে পৃথক করার জন্য একটি পরিচিতিমূলক, প্রাথমিক বর্ণনার ধারা মাত্র! এমনকি খেয়াল করলে দেখবেন যে, ২৯৯ ধারায় যা বলা আছে তার সবই মূলত 'খুন' তথা এমন ধরনের নিন্দনীয় নরহত্যা যা কিনা খুন বলে গণ্য হবে!

একারণে, ২৯৯ ও ৩০০ ধারার পার্থক্য জিজ্ঞাসা করা কোনো প্রশ্ন সরাসরি ২৯৯ ও ৩০০ ধারার পার্থক্য বলে উল্লেখ করে উত্তর করা যাবে না। এই বেসিক ব্যাপারটা প্রায় সব বইয়ে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। প্রথমে, ২৯৯ ও ৩০০ ধারার পরিচয় তুলে ধরে কোথায় কি বিষয় বিধৃত আছে সেটিকে নির্দেশ করে বলতে হবে যে, এটিতে সংজ্ঞায়িত বা বিধৃত অপরাধসমূহের কথা এবং সেখানে বলতে হবে যে, মূলত নিন্দনীয় নরহত্যা যা কিনা খুন এবং নিন্দনীয় নরহত্যা যা কিনা খুন নয় – এই দুইটি অপরাধের উল্লেখ আছে। ফলে এই দুইটি অপরাধের পার্থক্য নিচে আলোচনা করা হলো – এভাবে!

২. ১০ নং প্রশ্নের উত্তরে মোট শব্দসংখ্যা আনুমানিক ৮২২টি। এতো বড় প্রশ্নের ক্ষেত্রে পরীক্ষার হলরুমে অগ্রাধিকার কীভাবে নির্ধারণ করবেন সে বিষয়ে দণ্ডবিধি অংশের ৯ নং প্রশ্নের নির্দেশনায় [এর ঠিক আগের প্রশ্নটিতে] বলা আছে; পড়ে নিন।

প্রশ্ন নং : ১১

চুরি করার উদ্দেশ্যে 'ক' একটি হাঁসের প্রতি গুলি ছুঁড়লো। উক্ত গুলি লেগে ঝোঁপের আড়াঁলে থাকা 'খ' এর মৃত্যু ঘটল। 'ক' জানতো না যে, 'খ' ঝোঁপের আঁড়ালে ছিল। এই ঘটনায় ক কোনো অপরাধ করেছে কিনা তা আলোচনা করুন।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

'ক' চুরি করার উদ্দেশ্যে 'ক' হাঁসের প্রতি গুলি ছোঁড়ে। সেই গুলি লেগে ঝোঁপের আড়ালে থাকা 'খ' এর মৃত্যু ঘটে। এ ঘটনাটি দণ্ডবিধির ২৯৯ ধারায় গ নং উদাহরণে বলা আছে। উদাহরণে বিবৃত ঘটনাটি দণ্ডনীয় নরহত্যা বা খুন নয়। আদতে, এটি কোনো অপরাধই নয়। তবে, উক্ত হাঁস চুরির চেষ্টা বা উদ্যোগকে আলাদাভাবে বিবেচনায় নেবার অবকাশ রয়েছে, যা কিনা একটি অপরাধ সংঘটনের উদ্যোগ হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। দুইটি দিক থেকেই নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

কোনো ফৌজদারি অপরাধ অনুষ্ঠিত হতে গেলে সেখানে অবশ্যই তিনটি অপরিহার্য উপাদানের প্রয়োজন পড়ে। সেগুলোর নিরিখে আমরা আলোচ্য ঘটনাটি বিশ্লেষণ করতে পারি। অপরাধের অপরিহার্য তিনটি উপাদানসমূহ হলো –

ক. Actus rea : কোনো অর্থাৎ কোনো কার্য করতে হবে [দণ্ডবিধির ৩৩ ধারা অনুসারে কোনো কার্যবিরতিও [Omission] এর অন্তর্ভুক্ত হবে]।

খ. Mens rea (Guilty mind or criminal intent) : কার্য বা কার্যবিরতির পেছনে অবশ্যই একটি দোষী মন বা অপরাধমূলক মন থাকতে হবে।

গ. দেশের বিদ্যমান আইন অনুসারে তা একটি অপরাধ বলে গণ্য হতে হবে।

উপরোক্ত তিনটির একইসাথে উপস্থিতি থাকতে হবে একটি অপরাধ সংঘটনে। এর যেকোনোটির অনুপস্থিতি কোনো ঘটনাকে অপরাধ বলে স্বীকৃত করবে না।

প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনাক্রমে 'খ' এর মৃত্যু ঘটে, কিন্তু 'খ' এর মৃত্যু ঘটানোর মত দোষী মন [Guilty mind] বা উদ্দেশ্য ছিল না বা 'ক' এর। উপরন্তু, ক জানতোই না যে, ঝোপের আড়ালে খ ছিলো। যেহেতু, তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল, সুতরাং খ এর মৃত্যুর জন্য ক-কে দোষী করা যাবে না। বাস্তবিকপক্ষে, এক্ষেত্রে নিন্দনীয় নরহত্যা সংক্রান্ত কোনো অপরাধ ঘটেনি। তবে, হাঁস চুরির চেষ্টা ছিলো বা হাঁসটি চুরি করতে উদ্যোগ নিয়েও চুরি করতে পারেনি – এই ঘটনায় উক্ত ঘটনা সংঘটনকারী তথা 'ক' দণ্ডবিধির চুরির অপরাধ সংঘটনের উদ্যোগ নিয়েছে যা কিনা দণ্ডবিধির ৫১১ ধারার বক্তব্য অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এই প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে নির্দেশনা :

১. জুডিসিয়ারিতে আসা এই প্রশ্নটির উত্তর বিভিন্ন জুডিসিয়ারির বইয়ে অত্যন্ত ভুলভাবে দেওয়া আছে যে, এটি একটি নিন্দনীয় নরহত্যার অপরাধ। অথচ, ২৯৯ ধারার গ নং উদাহরণে [হাঁসের বদলে মুরগির উদাহরণ দিয়ে] এটি পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে, এটি নিন্দনীয় নরহত্যা বলে গণ্য হবে না।

২. কিন্তু, ইন্টারেস্টিংলি এটি ২৯৯ ধারার উদাহরণে থাকলেও এটির উত্তর করার সময় আমাদেরকে বিবেচনায় নিতে হবে অপরাধের আবশ্যিক উপাদান কী কী এবং তার নিরিখেই এটিকে বিশ্লেষণ করা। তবুও, ২৯৯ ধারার উদাহরণ বিধায় এই প্রশ্নটি আমরা ২৯৯ ও ৩০০ ধারার টপিকের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করে উত্তরটি এখানে রেখেছি।

৩. এই প্রশ্নে ২৬৭টি শব্দ আছে। একদম ফিট। এটি কোনো না কোনো প্রশ্নের লেজ হিসেবেই আসবে বলে আশা করি আমরা।

প্রশ্ন নং : ১২

ক. কোন কোন পরিস্থিতিতে অপরাধমূলক নরহত্যা কখনও খুন কখনও খুন নয় হিসেবে গণ্য হবে? [জুডি. : ২০১৩]

খ. 'ক' 'খ' এর সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তলপেটে লাথি দেয়। ফলে 'খ' এর তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটে। 'ক'- কি কোনো অপরাধ করেছে? এরূপ অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি কী হবে? [জুডি. :২০১৩]

১২(ক) নং প্রশ্নের উত্তর :

দণ্ডবিধির ভাষ্যে, কেউ যদি কোনো কার্য বা কার্যবিরতি দ্বারা কারও মৃত্যু ঘটায় তাকে নরহত্যা বলা হয়। দণ্ডবিধিতে বর্ণিত সমস্ত হত্যা বা নরহত্যা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এটি দুই রকমের হয় প্রধানত।

১. বৈধ নরহত্যা (Non-culpable homicide), এবং

২. অবৈধ বা অপরাধমূলক (Culpable homicide)।

দণ্ডবিধির ২৯৯ ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধমূলক নরহত্যা মূলত কোন ধরনের নরহত্যাগুলো অপরাধমূলক সেটিকে নির্দেশ করেছে এবং এ সংক্রান্তে এটি একটি পরিচিতিমূলক ধারা। এই অপরাধমূলক নরহত্যা কখন খুন বলে গণ্য হবে এবং কখন এটি খুন বলে গণ্য হবে না, তার বিস্তারিত পাওয়া যায় দণ্ডবিধির ৩০০ ধারায়।

মূলত ৩০০ ধারাটি পাঠ করলে বোঝা যায় যে, ৪টি মানসিক অবস্থা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কোনো কার্যের মাধ্যমে মৃত্যু ঘটালে তা হত্যার পর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা হিসেবে গণ্য হবে। মানসিক অবস্থাগুলো হচ্ছে-

১. অভিপ্রায় : মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায়েই যদি এমন কোনো কার্য করা হয় যার ফলে মৃত্যু ঘটে।

২. জ্ঞান : কৃত কার্য বা আঘাতটির ফলে মৃত্যু নিশ্চিত, এ বিষয়টি যদি অপরাধীর জানা থাকে বা জ্ঞান থাকে।

৩. আঘাতের ধরণ : কৃত কার্য বা আঘাতের ধরনই যদি এমন হয় যে, মৃত্যু নিশ্চিত বা মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট হয় এবং এমন অভিসন্ধি যদি থাকে।

৪. মৃত্যু ঘটানোর জন্য : কৃত কার্যটি যদি এমন আশু বিপদজনক হয় যে, একজনের মৃত্যু ঘটাবেই তা অতি নিশ্চিত অথবা এমন আঘাত যা তার মৃত্যু ঘটাবেই।

উপরোক্ত ৪টি ক্ষেত্রে কোনো কার্যের মাধ্যমে কারো মৃত্যু ঘটানো হলে বা কাউকে হত্যা করা হলে সেটিকে খুন বলে গণ্য করা হবে। খুন বলে গণ্য হওয়া প্রতিটি হত্যা মূলত এমন ধরনের অপরাধমূলক নরহত্যা যা কিনা খুন [Culpable homicide amounting to murder] বলে গণ্য হয়।

অপরাধমূলক নরহত্যা কিছু শর্তের উপস্থিতি অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে কখনও খুন এর পর্যায়ভুক্ত হয় আবার, কখনও খুন এর পর্যায়ভুক্ত হয় না। ৩০০ ধারায় শুরুতেই উপরোক্ত ৪টি ক্ষেত্রের খুন হওয়া প্রসঙ্গে বিধৃত করেই কিছু উদাহরণ দিয়ে এরপরে একটি উপশিরোনামে বলা আছে কখন অপরাধমূলক নরহত্যা খুন বলে পরিগণিত হবে না। সেগুলো নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

ক. উত্তেজনাবশত বা উস্কানির [Provocation] কারণে কৃত কার্য : কারো দ্বারা আকস্মিক উস্কানির বা প্ররোচনার ফলে উক্ত প্ররোচনাকারীকে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তার নিজ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মৃত্যু ঘটালে সেটি হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নয় এমন নরহত্যা বলে গণ্য হবে। অপরদিকে, কোনো প্ররোচনা ছাড়াই যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কারো মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে মৃত্যু ঘটানো হয় তাহলে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা বলে গণ্য হবে।

খ. আত্মরক্ষার অধিকারের সীমা অতিক্রম করে পরিকল্পনাবিহীন নরহত্যা : আত্মরক্ষার অধিকারের সীমা, বিশেষত যখন কিনা এক্ষেত্রে কাউকে হত্যা করা যায়না, সেরূপ ক্ষেত্রে যতটুকু ক্ষতিসাধন করা যায় তার অপেক্ষা বেশি অধিকার প্রয়োগ করে পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত [without premeditation] কারো মৃত্যু ঘটানো হলে, তখন তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন দণ্ডনীয় নরহত্যা বলে গণ্য হবে। অপরদিকে, আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে কারো মৃত্যু ঘটানো হলে তখন তাকে হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা বলে গণ্য করা হয়।

গ. সরল মনে আইনানুগ ক্ষমতার অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নরহত্যা : কোনো সরকারী কর্মচারী যদি তাকে প্রদত্ত ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে সরল মনে এবং দুরভিসন্ধি ছাড়াই [without ill-will] কারো মৃত্যু ঘটায় তাহলে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন দণ্ডনীয়

নরহত্যা। কিন্তু, যদি এর ব্যতয় ঘটে তাহলে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা।

ঘ. আকস্মিক বিবাদের সময় পূর্বপরিকল্পনার ছাড়াই নরহত্যা : পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই যদি আকস্মিক বিবাদের সময় উত্তেজনার কারণে এবং কোনো অন্যায় সুযোগ [Undue advantage] গ্রহণ না করে কারো মৃত্যু সংঘটিত হয় সেক্ষেত্রে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন দণ্ডনীয় নরহত্যা বলে গণ্য হবে। কিন্তু, যদি সেখানে পূর্ব-পরিকল্পনামাফিক এমন হত্যা সংঘটিত হলে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা বলে গণ্য হবে।

১২(খ) নং প্রশ্নের উত্তর

'ক' 'খ' এর সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তলপেটে লাথি দেয়। ফলে 'খ' এর মৃত্যু ঘটে। 'ক' দণ্ডবিধি অনুযায়ী, অপরাধমূলক নরহত্যা যা কিনা খুন নয় [Culpable homicide not amounting murder] – অপরাধ করেছে।

ধারা ৩০০ এর ব্যতিক্রমের অধীন কিছু ব্যতিক্রম এর কথা উল্লেখ করা আছে – যার অধীনে কোনো অপরাধমূলক নরহত্যা যা কিনা খুন নয় [Culpable homicide not amounting murder] বলে গণ্য হবে। এসব ব্যতিক্রমের প্রথম ব্যতিক্রমে বলা হয়েছে যে, উত্তেজনা বা হঠাৎ উস্কানির ফলে, যদি কেউ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে মৃত্যু ঘটায় তবে তা খুন এর পর্যায়ভুক্ত হবে না। আবার, চতুর্থ ব্যতিক্রমে বলা হয়েছে যে, পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত উত্তেজনার বশে কারও মৃত্যু ঘটানো হয় তা খুনের পর্যায়ভুক্ত নয়।

প্রশ্নের ঘটনায়, 'ক' আকস্মিক বিবাদে আকস্মিকভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উত্তেজনার ফলে 'খ' কে আঘাত করে এবং তার মৃত্যু ঘটে। 'খ' এর মৃত্যুটি বিশেষত উক্ত ৩০০ ধারার চতুর্থ ব্যতিক্রমের অধীনে খুন এর পর্যায়ভুক্ত নয় এমন নিন্দনীয় নরহত্যা [Culpable homicide not amounting murder]।

এরূপ অপরাধের শাস্তি দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারায় বলা আছে। এই ধারামতে, সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১০ বছরের যেকোনো বর্ণনার কারাদণ্ড এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয়।

এই প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে নির্দেশনা :

১. এই প্রশ্নের ক অংশের উত্তরে ৫৭৩টি শব্দ আছে এবং খ অংশের উত্তরে ১৭৫টি শব্দ আছে। পরীক্ষার জন্য কমবেশি পারফেক্ট; ১৫ নম্বরের প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে।

২. জুডিসিয়ারিতে আসা প্রশ্নটির ধরনে বার কাউন্সিলের পরীক্ষায় আসতে পারে। সুতরাং, প্রশ্নটির এপ্রোচ বুঝে সঠিকভাবে এভাবে উত্তর লিখলে খুব ভালো হবে।

প্রশ্ন নং : ১৩

'জ' নামক একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে 'ক' স্বাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হয়। 'জ' বলে যে, 'ক' এর সাক্ষ্যের একটি শব্দও সে বিশ্বাস করে না এবং 'ক' স্বয়ং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী। উক্ত বক্তব্যের দ্বারা 'ক' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং 'জ' কে হত্যা করে। 'ক' কী ধরনের অপরাধ করেছে? [জুডি. : ২০১৪]

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনাটি খুন [Murder], নাকি নিন্দনীয় নরহত্যা যা কিনা খুন নয় [Culpable homicide not amounting to murder] এ সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনাটি মূলত ৩০০ ধারার ১ নং ব্যতিক্রমের উদাহরণসমূহের ঘ অংশের উদাহরণ। উক্ত উদাহরণে বলাই আছে যে, এটি খুন [Murder] বলে গণ্য হবে।

উক্ত ১ নং ব্যতিক্রমের সমস্ত তথ্য আলোচ্য প্রশ্নের উত্তরের প্রয়োজনে খানিকটা বিস্তারিত করা যেতে পারে।

৩০০ ধারার ১ নং ব্যতিক্রমের মূল বিষয়বস্তু কোনো আকস্মিক ও মারাত্মক প্ররোচনার [Provocation] ফলে যদি কেউ আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে উক্ত প্ররোচনাকারীর মৃত্যু ঘটায় অথবা ভুলক্রমে অন্য যেকোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় তাহলে তা নিন্দনীয় নরহত্যা যা কিনা খুন নয় [Culpable homicide not amounting to murder] বলে গণ্য হবে।

কিন্তু, এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, উপরোক্ত ব্যতিক্রমটি তিনটি শর্তের অধীনে প্রযোজ্য হবে। ধারাতেই বর্ণিত শর্তগুলোর ভেতরে দ্বিতীয় শর্তে বলা আছে যে, আইনানুসারে কৃত কোনো কার্য দ্বারা বা সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ ক্ষমতার প্রয়োগসঞ্জাত ঘটনা দ্বারা প্ররোচিত [provoked] হবার অজুহাত দিয়ে এই ব্যতিক্রমের সুযোগ নেওয়া যাবে না। অর্থাৎ, কোনো সরকারী কর্মচারীর কোনো আইনসম্মত কাজের বিরুদ্ধে এই প্ররোচনা দেবার অজুহাত তুলে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে দাবি করার কোনো সুযোগ নেই যে, উক্ত হত্যাটি একটি খুন [Murder] নয়।

প্রশ্নে বর্ণিত সমস্যাটি আবার এই ধারাতেই উক্ত ১ নং ব্যতিক্রমেরই ঘ নং উদাহরণের সরাসরি বিষয়বস্তু, যেখানে বলা হয়েছে এরূপ ঘটনায় এটি খুন [Murder]। বস্তুতপক্ষে, এখানে ব্যতিক্রমের দ্বিতীয় শর্তটি মাথায় রেখেই এই ঘটনাটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ব্যতিক্রম, ব্যতিক্রমের শর্ত এবং উদাহরণটি দিয়ে বোঝা যায় যে, এটি খুন বলে গণ্য হবে; তথা ক এখানে খুন করার অপরাধ সংঘটিত করেছে বা অন্যভাবে বলা যায় যে, এটি নিন্দনীয় নরহত্যা যা কিনা খুন বলে গণ্য [Culpable homicide amounting to murder]।

এই প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে নির্দেশনা :

১. এই উত্তরে ২৬০টি শব্দ আছে। ফিট আছে একদম।

২. জুডিসিয়ারিতে আসা এই প্রশ্নের মতো করে উদাহরণ থেকে প্রশ্ন আসতে পারে অন্যান্য উদাহরণ থেকেও। ফলে উদাহরণগুলো দেখে দেখে ধারণা নিয়ে রাখতে পারলে ভালো হবে।

প্রশ্ন নং : ১৪
দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখপূর্বক উদাহরণসহ প্রতারণা ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করুন। [বার : ২০১৫ + বার : ২০১২ + বার : ২০১০ + বার : ২০০৭]

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

দণ্ডবিধির সপ্তদশ অধ্যায়ে সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কে বিধান বিধৃত হয়েছে। এ অধ্যায়ের ধারা ৪০৩-৪২০ পর্যন্ত সম্পত্তির অবৈধ আত্মসাৎকরণ, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, চোরাই মাল, প্রতারণা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

আলোচ্য প্রশ্নে প্রতারণা ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ অপরাধ দুইটির উপাদানসমূহ সম্পর্কে বিশ্লেষণ চাওয়া হয়েছে। বস্তুত, কোনো অপরাধের উপাদান নির্দিষ্ট করতে হলে মূল সংজ্ঞাটির বর্ণনাতেই তা পাওয়া যায়। তবে, ধারাসমূহের ব্যাখ্যা অংশ বা উদাহরণেও কিছু উপাদানের অস্তিত্ব থেকে থাকে। নিচে অপরাধ দুইটির মূল ধারা ৪১৫ ও ৪০৫ ধারার আলোকে অপরাধ দুইটির উপাদানসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

প্রতারণার উপাদানসমূহ প্রসঙ্গ
দণ্ডবিধির ধারা ৪১৫-৪২০ পর্যন্ত প্রতারণা সংক্রান্তে আলোচনা থাকলেও এর মূল ধারাটি হলো ৪১৫ ধারা যেখানে প্রতারণার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যেখানে একটি ব্যাখ্যা অংশসহ ৯টি উদাহরণ বিধৃত রয়েছে।

প্রতারণার প্রধান উপাদানসমূহ নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো -
১. প্রতারণাকারী ইচ্ছাকৃতভাবে ধোঁকা বা ফাঁকি [deceive] দিবে। বিভিন্ন মামলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ধোঁকা বা ফাঁকি [deceive] ব্যতীত কোনো প্রতারণা হয় না এবং ধোঁকা ব্যতীত ভুল বর্ণনাও [misrepresentation] হয় না। ধারায় উল্লেখিত ধোঁকা বা ফাঁকি নানারকম হতে পারে। হতে পারে বর্তমান বা অতীতের ঘটনা সম্পর্কিত মিথ্যা বর্ণনা, মিথ্যা প্রতিজ্ঞা, মিথ্যা বা ভূয়া নিদর্শন বা চিহ্ন বা এধরণের অন্য যেকোনো কিছু। শুধু যে মুখের কথার দ্বারাই ধোঁকা দেওয়া সম্ভব তা নয়, কোনো আচরণ বা কার্যের সমষ্টিও ধোঁকা হতে পারে। বিভিন্ন সময়ে বলা কথা বা কৃত কার্যের সমষ্টিও ধোঁকার কারণ হতে পারে। আবার কোনো বিষয় অসাধুভাবে গোপন করাও ধোঁকার সামিল [ধারাটির ব্যাখ্যা অংশ অনুসারে]। কোনো বিষয় গোপন করা মাত্রই তা ধোঁকা হবে না, তা অবৈধভাবে গোপন করতে হবে [1980 Jab LJ 45]।

২. ফাঁকি বা ধোঁকা অসাধুভাবে [dishonestly] বা প্রতারণামূলকভাবে [fraudulently] দিতে হবে।

৩. ফাঁকি বা ধোঁকা প্রদত্ত ব্যক্তিকে কোনো সম্পত্তি কোনো ব্যক্তির নিকট প্রদান বা সংরক্ষণ করতে প্রলুব্ধ করবে। সম্পত্তির হস্তান্তর এর প্ররোচনা মিথ্যা বর্ণনা (misrepresentation) বা মিথ্যা ভন্ডামির (pretence) মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে যা সর্বদা মুখের কথা দ্বারা নয়, বরং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। [Kazi Mazaharul Haq V. State 33 DLR 262]

৪. উদ্দেশ্যমূলকভাবে [intentionally] কোনো কাজ করা [act] বা কাজ করা হতে বিরত থাকার [omission] জন্য প্ররোচনা দেবে, যে কাজটি প্রতারণায় না পড়লে ব্যক্তিটি কখনোই করতেন না বা করা হতে বিরত থাকতেন না। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রদত্ত ধোঁকা অভিযোগকারী ব্যক্তির মনে প্রভাব ফেলতে পেরেছে কিনা, তা বিবেচ্য বিষয়। অর্থাৎ, প্রতারিত ব্যক্তি প্রদত্ত ধোঁকার কারণেই কাজটি করতে বা কাজ করা হতে বিরত থাকতে বা সম্পত্তি প্রদানে বা সম্পত্তি কারও নিকট সংরক্ষণ রাখতে চেয়েছেন। প্রবৃত্ত করানো বলতে মনের মধ্যে সার্থকভাবে প্রভাব সৃষ্টি করা বোঝায়। উপরন্তু, এটি দোষাবহ হতে হলে কার্যটি তাৎক্ষণিক হতে হয়। অর্থাৎ ধোঁকার মাধ্যমে প্ররোচনা দেয়া হলে, সেই প্ররোচনার ফলেই ধোঁকা প্রদত্ত ব্যক্তি কাজটি তাৎক্ষণিকভাবে করবে বা করা হতে বিরত থাকবে। অর্থাৎ, 'ক' 'খ' কে একটি বিষয়ে প্রলুব্ধ করলো ২০১২ তে কিন্তু 'খ' সেই কাজটি করল ২০২০ সালে – এই ঘটনা প্রতারণা হবে না।

৫. উল্লেখ্য, প্ররোচনার ফলে, প্রতারিত ব্যক্তির কাজটি করা বা না করার ফলে তার দেহ, মন, সুনাম সম্পত্তির ক্ষতি হয় বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এক্ষেত্রে ক্ষতি হতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, শুধু সম্ভাবনাও যথে

ষ্ট। ফরিয়াদি তার টাকা হস্তান্তর করার সময় আসামির বিবৃতিতে কাজ করেছেন কিনা, তা সত্য জেনে বিশ্বাস করেছেন কিনা, উক্ত বিবৃতি দেয়ার সময় তা যে মিথ্যা ছিল তা জ্ঞাত কিনা এবং প্রথম হতেই আসামির অসৎ অভিপ্রায় ছিল কিনা – প্রতারণা নির্ধারণে এসব বিবেচ্য বিষয়। [PLD 1958 Supreme court (ind) 115]

প্রতারণার একটি উদাহরণ : শরিফ একটি মুদি দোকানে গিয়ে নিজেকে একজন পুলিশ অফিসার পরিচয় দিল। এই পরিচয়ে সে অনেক জিনিসপত্র বাঁকিতে ক্রয় করল, যেগুলোর দাম দেবার ইচ্ছা তার নাই। এবং দোকানদার তাকে বাঁকিতে জিনিস দিল যা সে অন্য কোনো খদ্দেরকে দেয় না। শরিফ প্রতারণা করেছে মর্মে গণ্য হবে।

অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের উপাদানসমূহ প্রসঙ্গ
দণ্ডবিধির ধারা ৪০৫-৪০৯ পর্যন্ত অপরাধ মূলক বিশ্বাসভঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৪০৫ ধারায় মূল সংজ্ঞাটি বর্ণনা করা হয়েছে ৬টি উদাহরণ বর্ণনাসহ। এছাড়া, ৪০৬ থেকে ৪০৯ থেকে অপরাধটির সাধারণ শাস্তি এবং অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে শাস্তির সর্বোচ্চ পরিমাণগুলো বর্ণিত আছে।

সংজ্ঞার মূল ধারা তথা ৪০৫ ধারাটি বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত উপাদানসমূহের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

১. অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য ভারপ্রাপ্ত হওয়া (entrustment) অথবা সম্পত্তি পরিচালনার [dominion] ভারপ্রাপ্ত হওয়া। যদি কেউ সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত না হয়ে থাকেন তবে, তাকে এ ধারার অধীনে দোষী করা যাবে না [A Salam Chowdhury V. Crown 4 DLR 80]। ভারপ্রাপ্ত হওয়া বলতে বোঝায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাসপূর্বক সম্পত্তির ভার অর্পন করা হয়েছে। [Akmal Hossain V. State 40 DLR 483]

২. সম্পত্তিটি অসাধুভাবে আত্মসাৎ [dishonestly misappropriate] করতে হবে অথবা নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করতে হবে।

৩. ন্যাস্ত দায়িত্ব যে ধরনের বিশ্বাসপূর্বক দেওয়া হয়েছে তার বরখেলাপ করে সম্পত্তির ব্যবহার করতে হবে অথবা ব্যক্ত বা অব্যক্ত আইনগত চুক্তি ভঙ্গ করে তা অসাধুভাবে ব্যবহার করতে হবে।

৪. উক্ত সম্পত্তি নিজে অসাধুভাবে ব্যবহার ব্যতীতও তা যদি অন্য কোনো ব্যক্তিকে ব্যবহার করতে দিতেও পারে – তবে সেক্ষেত্রেও এটি এই ধারার উপাদান বলেই গণ্য হবে।

অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের একটি উদাহরণ
রহিম, জামালের বাড়ির দারোয়ান, জামাল বিদেশ ভ্রমনে যাবার পূর্বে রহিমকে তার বাড়ির দামী আসবাবপত্রের দেখাশোনার ভার দিয়ে গেলেন। রহিম অসাধুভাবে দামী কিছু জিনিসপত্র বিক্রি করে দিল। রহিম অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ সংঘটন করেছে।

এই প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে নির্দেশনা

১. এই উত্তরে ৮০০ শব্দ আছে। সামান্য বেশি হয়ে যায়। তবে, প্রতারণার উপাদান এর ৪ নং পয়েন্টের ' প্রবৃত্ত করানো বলতে...' থেকে শেষ পর্যন্ত বাদ দিতে পারেন; আবার ৫ নং পয়েন্টে ' ফরিয়াদি তার টাকা...' থেকে শেষ পর্যন্ত বাদ দিতে পারেন অনায়াসে; এতে করে মূল বক্তব্য ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। উপরন্তু, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ১ নং পয়েন্টের শেষ লাইনটিও বাদ দিতে পারেন। তাহলে সহজ হয়ে যাবে।
২. এই প্রশ্নটি এবারের সাজেশন হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।